রাঁচি, শুক্রবার
18:08:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page » 8 Rate » 3 Rupee » Year » 03 Vol »302 »32 Sharabon 1430 »
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা » ০৮ মূল্য » ৩ টাকা বর্ষ » ০৩ অংক » ৩০২ » « ৩২ শে, শ্রাবণ ১৪৩০ »

সুদান যুদ্ধে লাখ লাখ মানুষের জীবন বিপন্ন

সুদান ঃ সুদানে যুদ্ধের চার মাসে নৃশংস সংঘাতের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ধ্বংস এবং যাদের মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে তা মানবিক নেতারা তুলে ধরছেন। মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে জাতিসংঘ ও ২০টি আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থার প্রধান কয়েক মাস ধরে সুদানের জনগণকে আতঙ্কিত করে রাখা 'অবিলম্বে শত্রুতা বন্ধ' করার আহ্বান জানান। সেই সাথে সুদানকে সঠিক পথে ফিরিয়ে এনে এবং যুদ্ধের অবসান ঘটাতে কাজ করার কথা বলেন। জাতিসংঘের মানবাধিকার দপ্তর জানিয়েছে, সুদানের সশস্ত্র বাহিনী এবং প্রতিদ্বন্দ্বী আধাসামরিক বাহিনীর র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্স উভয়ই সংঘাতের সময় আন্তর্জাতিক মানবিক ও মানবাধিকার আইন লঙ্ঘন অন্যান্য মানবাধিকার আইনের গুরুতর লঙ্ঘন করেছে বলে বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। তুর্ক বলেন, বিপুল সংখ্যক মানুষকে জোর পূর্বক বাস্তুচ্যুত করা এবং যৌন সহিংসত[যুদ্ধাপরাধের শামিল হতে পারে এবং এসব ও অন্যান্য অপরাধের অপরাধীদের অবশ্যই জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।

বাজার দর

SENSEX : 65151.02 -388.40
NIFTY : 19365.25 -99.75

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
29.00 °c	23.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) » 18 .19 টা
সূর্যোদয় (কাল) » 05 .25 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা » 82,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

ভারতের সুপ্রিম কোর্টের নতুন হ্যান্ডবুক প্রকাশ ঃ আইনিভাবে নিষিদ্ধ হল জেন্ডার স্টিরিওটাইপ করা ৪৩টি শব্দ

নয়াদিল্লি ঃ ভারতের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় বুধবার 'হ্যান্ডবুক অন কমবাটিং জেন্ডার স্টিরিওটাইপস' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। তাতে ৪৩টি শব্দের একটি তালিকা দিয়ে বলা হয়েছে, দেশের বিচারপতিরা যেন রায়ে কোনওভাবে এই শব্দগুলি ব্যবহার না করেন। সেই সঙ্গে বলা হয়েছে, মামলার শুনানি চলাকালে বিচারপতি, আইনজীবী এবং মামলার পক্ষের লোকজনেরাও যেন শব্দগুলি এড়িয়ে চলেন। প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় বলেছেন, এই শব্দগুলির মধ্যে লিঙ্গবৈষম্য বিরাজ করছে। তাই সেগুলি বাদ দিয়ে রায় লেখাসহ আদালতের যাবতীয় কাজ করতে বলা হয়েছে। হ্যান্ডবুকে ওই ৪৩টি শব্দের বিকল্প শব্দও যুক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে এখন থেকে বিকল্প শব্দগুলির ব্যবহার বাড়াতে হবে। যেমন স্লাট, বা বেশ্যা বা পতিতা শব্দটি ব্যবহার করা যাবে না। লিখতে বা বলতে হবে সেক্স ওয়াকার্স বা যৌনকর্মী। যদিও আদালত থেকে সংবাদমাধ্যম সর্বত্র যৌনকর্মী শব্দের ব্যবহার বহু বছর আগেই চালু হয়েছে। তবু আদালত সরকারিভাবে বেশ্যা বা পতিতা শব্দটির আইন-আদালতে ব্যবহার নিষিদ্ধ করল। তালিকা অনুযায়ী 'অ্যাফেয়ার' কথাটি লেখা বা বলা যাবে না। পরিবর্তে ব্যবহার করতে হবে 'রিলেশনশিপ আউটসাইড অফ ম্যারেজ'। লেখা বা বলা যাবে না ইভটিজিং শব্দটিও। পরিবর্তে লিখতে হবে স্ট্রিট সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট বা পথে যৌন হেনস্থা। বলা হয়েছে, আনওয়েড মাদার বা অবিবাহিত মা কথাটি লেখা বা বলা যাবে না। এই ক্ষেত্রেও শুধু মা কথাটিই ব্যবহার করতে হবে। লেখা বা বলা যাবে না জারজ সন্তান কথাটিও। পরিবর্তে ব্যবহার করতে হবে 'অবৈবাহিক সন্তান' বা, 'একটি শিশু যার পিতামাতা বিবাহিত নয়'। যেমন হাউস ওয়াইফ বা গৃহবধূ শব্দর ব্যবহার এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে। পরিবর্তে গৃহিণী শব্দটি ব্যবহার করতে সুপারিশ করা হয়েছে পুস্তিকায়। পর্যবেক্ষকদের মতে, ডিওয়াই চন্দ্রচূড় প্রধান বিচারপতির দায়িত্বভার নেওয়ার পরে একদিকে যেমন সরকারের সঙ্গে শীর্ষ আদালতের সংঘাত বেড়েছে, অন্যদিকে, আদালতের কাজে গতিও ফিরেছে। সেই সঙ্গে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে অনেক সংস্কারও হচ্ছে বিচার বিভাগের কাজকর্মে। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ২২টি ভারতীয় ভাষায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের মূল অংশের অনুবাদ প্রকাশ করা হচ্ছে। মঙ্গলবার ১৫ অগাস্ট স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকার প্রশংসা করেন। পরদিন ১৬ অগাস্টই প্রকাশিত হল লিঙ্গ বৈষম্যমূলক শব্দ পরিহারের লক্ষ্যে পুস্তিকা।

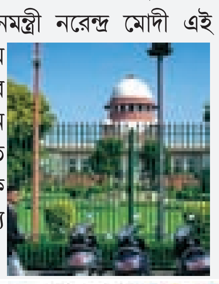

ওডেসা বন্দরে আঘাত হেনেছে রাশিয়া

ইউক্রেন ঃ বুধবার ইউক্রেনের কর্মকর্তারা বলেছেন, রাশিয়া রাতভর ড্রোন হামলার অংশ হিসেবে দক্ষিণ ইউক্রেনের ওডেসা অঞ্চলের একটি বন্দরে শস্য অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকির চিফ অফ স্টাফ অ্যান্ড্রি ইয়ারমাক টেলিগ্রামে বলেছেন, দানিউব নদীর রেনি বন্দরকে লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয়েছে। ওডেসার গভর্নর ওলেহ কিপার টেলিগ্রামে বলেছেন, হামলায় দানিউব নদীর একটি বন্দরে গুদাম ও শস্য সঞ্চয়ের স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী বলেছে, তাদের বিমান প্রতিরক্ষা ১৩টি ড্রোন ধ্বংস করেছে। রাশিয়া ওডেসা এবং মাইকোলাইভকে লক্ষ্যবস্তু করতে ইরানের তৈরি শাহেদ ড্রোন ব্যবহার করেছে।
হংকং-এর পতাকাবাহী কনটেইনার জাহাজ জোসেফ শুল্টটে বুধবার ইউক্রেনের ওডেসা বন্দর ছেড়ে গেছে। ইউক্রেনের উপপ্রধানমন্ত্রী ওলেক্সান্ডার কুব্রাকভ বলেছেন, এই জাহাজটিই প্রথম অস্থায়ী কৃষ্ণ সাগর করিডোর ব্যবহার করছে। এটি ইউক্রেন বেসামরিক জাহাজের জন্য কৃষ্ণ সাগর শস্য চুক্তি থেকে রাশিয়ার নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয়ার পরে চালু করেছিল। রাশিয়া ইউক্রেনের শিপিং করিডোর মেনে চলবে কি না তা জানায়নি। রবিবার রাশিয়ার একটি টহল জাহাজ সতর্কীকরণ গুলি ছুঁড়েছিল। রাশিয়া বলেছে, এটি পরিদর্শনের অনুরোধে সাড়া দিতে ক্যাপ্টেনের ব্যর্থতার কারণে হয়েছে।

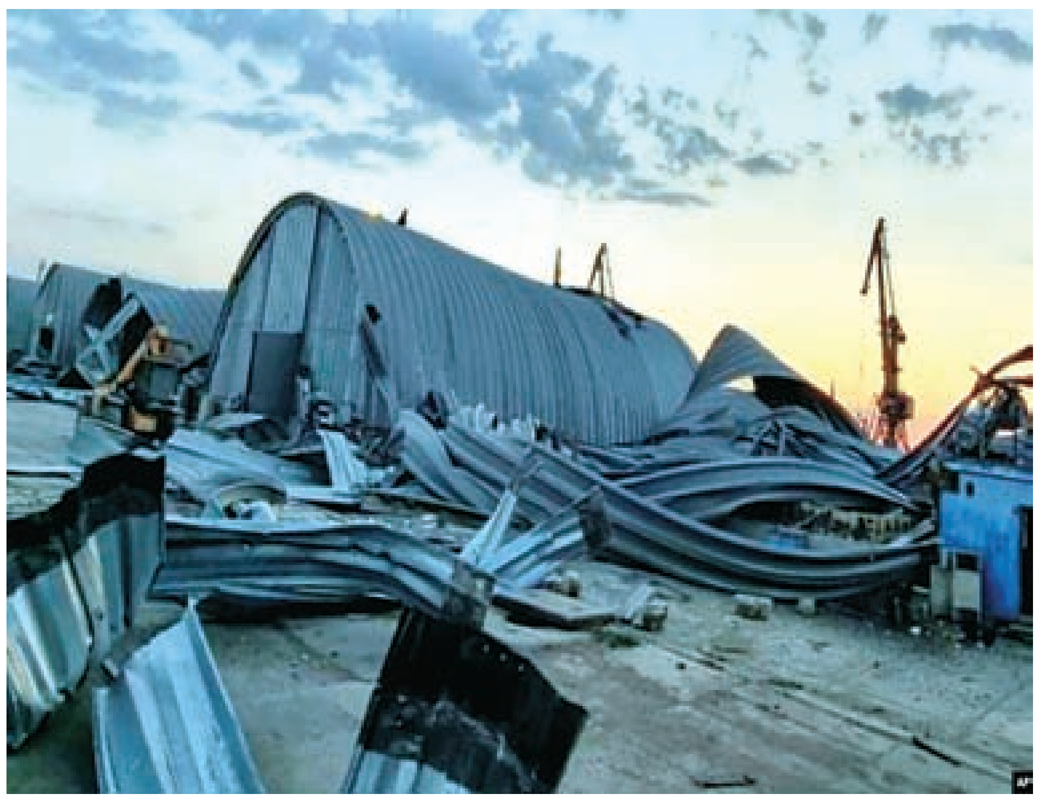

হাইতির জন্য শক্তিশালী বহুজাতিক বাহিনী গঠনের আহ্বান জানালেন জাতিসংঘ প্রধান

পোর্টঅপ্রিন্সঃ হাইতিকে অস্থির করে রাখা গ্যাং সহিংসতা বন্ধে জাতীয় পুলিশকে সহায়তা করার জন্য জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এখনই কাজ করার এবং জাতিসংঘের বাইরে শক্তিশালী একটি সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করার আহ্বান জানিয়েছেন। অক্টোবরে হাইতির প্রধানমন্ত্রী নিরাপত্তা পরিষদকে জরুরিভাবে একটি আন্তর্জাতিক বাহিনী পাঠাতে বলেছিলেন। কিন্তু মাত্র অল্প কয়েকটি দেশ পুলিশ পাঠানোর কথা বিবেচনা করেছে এবং এর জন্য কয়েক মাস সময় নিয়েছে। প্রতিবেদনে জাতিসংঘ প্রধান এই মাসের শুরুতে কেনিয়ার সম্ভাব্য একটি বহুজাতিক শক্তির নেতৃত্ব দেয়ার কথা বিবেচনা করার ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বাহামা এবং জ্যামাইকার সমর্থনের প্রতিশ্রুতি এবং বাহিনীতে অবদান রাখার বিষয়ে অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডার ঘোষণার কথা উল্লেখ করেছেন। গুতেরেস বলেন, আমি অতিরিক্ত সদস্য দেশগুলোকে, বিশেষ করে আমেরিকাকে, নতুন গতিতে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।
জাতিসংঘ বলেছে, বড় আকারের গ্যাং হামলা প্রায় ১ লাখ ৩০ হাজার মানুষকে বাস্তুচ্যুত করেছে। প্রায় ৫০ লাখ হাইতিয়ান নিরাপত্তাজনিত কারণে তীব্র ক্ষুধায় ভুগছে। কারণ সশস্ত্র অপরাধীরা মূল দ্বীপের রাস্তা এবং বাজারে প্রবেশাধিকার বন্ধ করে দিয়েছে। অপহরণ, ধর্ষণ বা হত্যার শিকার হওয়ার ভয়ে লোকজন তাদের বাড়িঘর ছেড়ে যেতে ভয় পাচ্ছে। অক্টোবরে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে পাঁচ বছরের মধ্যে হাইতির ওপর প্রথমবারের মতো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। যারা গ্যাং সহিংসতাকে উস্কে দেয় তাদেরকে লক্ষ্য করে এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। কিন্তু পরিস্থিতি স্থিতিশীল করার ক্ষেত্রে তা এখন পর্যন্ত তেমন প্রভাব ফেলেনি।

সহিংসতা

নিচুতলায় রামধনু জোট হয়, এক্ষেত্রে উপর তলার রাজ্য নেতৃত্বের কিছু করার নেই

পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করতে বিচিত্র সব জোট হচ্ছে

কলকাতা ঃ সব পক্ষই ভেদাভেদ ভুলে পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনে হাত মেলাচ্ছে। যদিও এই দলগুলির শীর্ষ নেতৃত্ব এরকম জোটের বিরোধিতা করেছেন।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্যাপক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। ৫০-এর বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ভোটের ফল প্রকাশের পরও হিংসা থামেনি। বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে সময়ও সহিংসতা হয়েছে। তবে অন্য ছবিও দেখা যাচ্ছে।

পঞ্চায়েত স্তরে বোর্ড গঠনের সময় রাজ্যের শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বাকি বিরোধী দলগুলির একজোট হওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। একের পর এক উদাহরণ রয়েছে মুর্শিদাবাদে।
সুতির দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপি, বাম ও কংগ্রেস একজোট হয়ে বোর্ড তৈরি করেছে। তৃণমূল একক বৃহত্তম দল হলেও বিরোধীদের জেতা মোট আসন তাদের থেকে বেশি।
উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে একটি পঞ্চায়েতে বিরোধী তিন দল বোর্ড গঠনে হাত মিলিয়েছে। বিজেপি ও সিপিএমের সমর্থনে কংগ্রেসের জয়ী প্রার্থী হয়েছেন পঞ্চায়েত প্রধান।
তৃণমূলের জেলা সভাপতি, জেলবন্দি অনুব্রত মণ্ডলের দাপটে বরাবরই বিরোধীরা কোণঠাসা। এই জেলার মুরারইয়ের একটি পঞ্চায়েতে লাল, সবুজ, গেরুয়া আবির মিলেমিশে গিয়েছে।

'আদর্শ থাকলেই হয় না, আদর্শের আত্মীকরণ করতে হয়'

বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে তৃণমূল যে 'অস্পৃশ্য', এ কথাও বলা যাবে না। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক ছুঁত্মার্গ দেখা যাচ্ছে না।
জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে একটি গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপি দখল করেছে সিপিএমের সমর্থনে। মাত্র একটি আসন জিতে সিপিএম প্রধানের পদ পেয়েছে। উপপ্রধান হয়েছেন বিজেপির। মুর্শিদাবাদের লালবাগে একেবারে উলটপুরাণ। এখানে বিজেপির সমর্থনে উপপ্রধান হয়েছেন তৃণমূলের জয়ী প্রার্থী। এই জেলার নওদায় বাম, বিজেপি ও কংগ্রেস হাত মিলিয়েছে বোর্ড গঠনের উদ্দেশ্যে।
ইন্ডিয়া জোটে তৃণমূল কংগ্রেস সামিল হলেও প্রদেশ কংগ্রেস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বোঝাপড়ায় রাজি নয়। একই অবস্থান বাম নেতাদের। অথচ মালদার মানিকচকে তৃণমূল বোর্ড করেছে সিপিএম ও কংগ্রেসকে নিয়ে। সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতে একজন কংগ্রেস সদস্য যোগ দেন তৃণমূলে। এই জেলার রতুয়ায় তৃণমূল ও বিজেপি একজোট হয়ে বোর্ড তৈরি করেছে। তাদের আবার সমর্থন করেছে কংগ্রেস ও সিপিএম। ভারতের অন্য রাজ্যের তুলনায় এই ছবি একেবারে আলাদা।

শীর্ষ নেতৃত্বের হুঁশিয়ারি

এই উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে দিকে দিকে। অথচ সব দলের শীর্ষ নেতারাই বলেছিলেন, নিচুতলায় রামধনু জোট মেনে নেওয়া হবে না। তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব হুঁশিয়ারি দেন, টিকিট না পেয়ে যে তৃণমূল নেতারা দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, তাদের আর দলে ফেরানো হবে না। যদিও এই জয়ী প্রার্থীদের সমর্থনে তৃণমূল বোর্ড গড়েছে বিভিন্ন জায়গায়।
একেবারে নিচুস্তরের রাজনীতির ক্ষেত্রে শীর্ষ নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণ যে কম, তা তারা স্বীকার করছেন। বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্য, ''নিচুতলায় রামধনু জোট হয়, এক্ষেত্রে উপর তলার রাজ্য নেতৃত্বের কিছু করার নেই। যাকে শত্রু মনে করে মানুষ, তার বিরুদ্ধে এক হয়ে লড়াই করে। এটা নিচুতলার সমঝোতা। আমরা তাদের উপরই সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিই। জোরাজুরি খাটাই না।''
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক বিমলশঙ্কর বলেন, ''পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসের এই রামধনু জোট আগেও হয়েছে। বামফ্রন্ট আমলের শেষ দিকে মালদহের জেলা পরিষদে কংগ্রেস ও তৃণমূল হাত মিলিয়েছিল। বিজেপির সদস্যরাও তাদের সমর্থন করেছিলেন। এটা ইতিহাস। নিচুতলায় শাসকের বিরুদ্ধে এ ধরনের জোট হয়েই যায়।''

কাজকর্মে সমস্যা

বিরোধী মনোভাবাপন্ন দল কাজের ক্ষেত্রে কি সহযোগিতা করবে পরস্পরকে? এই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।
পর্যবেক্ষক ভাস্কর সিংহরায় বলেন, ''কাজ করার ক্ষেত্রে সমস্যা হবে না। এটা একটা প্রশাসনিক ব্যবস্থা। পঞ্চায়েতের কাজ নিজের গতিতেই হবে। কেউ বিক্ষোভ দেখাতেই পারেন, কিন্তু কোনো ব্যক্তির উপর তা নির্ভর করে না। কোনো ব্যক্তি নন, পুরো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিষয়টি নিয়ন্ত্রিত হয়। এর সঙ্গে বিডিও, এসডিওরা যুক্ত থাকেন।''

আদর্শের প্রশ্ন

এক্ষেত্রে ক্ষমতা দখলই যে সব দলের মুখ্য উদ্দেশ্য, তা গোপন থাকছে না। এটা কি নীতি ও আদর্শের সঙ্গে আপোস নয়?
বিমলশঙ্কর বলেন, ''আদর্শ থাকলেই হয় না। আদর্শের আত্মীকরণ করতে হয়, তার চর্চা করতে হয়। আদর্শ থাকলেই রাজনৈতিক দলগুলি খুব বিরাট কিছু করে ফেলবে, আর আদর্শ না থাকলে খুব বিপজ্জনক অবস্থা, এভাবেও বলা যায় না।''

শাসকের দায়

এক্ষেত্রে শাসকের দায় বেশি বলে অনেকে মনে করেন। প্রবীণ সাংবাদিক দেবাশিস দাশগুপ্ত বলেন, ''জয়ী বিক্ষুব্ধ প্রার্থীদের স্থানীয় তৃণমূল নেতারা বীরের আসনে বসিয়ে দলে ফিরিয়েছেন। কোথাও তাদের প্রধান বা উপপ্রধান করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, এরা তৃণমূলেরই। মাঝে একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল।''
রামধনু জোটের ব্যাপারে সব দলই নিচুতলার কর্মীদের হুঁশিয়ারি দিয়েছিল। শাস্তির কথাও বলা হয়েছিল। দেবাশিস বলেন, ''শাস্তি দেওয়ার হুমকি নিছকই কথার কথা। কার্যক্ষেত্রে তেমন কিছুই হবে না। কাউকে শাস্তির মুখে পড়তে হবে না।''

গঙ্গার গ্রাস থেকে হাত জোড় করে বাড়ি বাঁচানোর আর্জি মহিলাদের

মালদা ঃ কাঁদত কাঁদতে হাত জোর করে গঙ্গার গ্রাস থেকে বাড়ি বাঁচানোর আর্জি বিধায়কের কাছে গ্রামের মহিলাদের। লোন নিয় বাড়ি তৈরী করেছন এখনো লোন শোধ হয়নি। গঙ্গার ভয়াল গ্রাসে তলিয়ে যাচ্ছে বাড়ি। পাশাপাশি খগেন মুর্ম ভোটের সময় এসে বলল যে আমি গঙ্গা বাধাবো। ওকে পেলে আমি গঙ্গায় ডুবাবো।' রতুয়ার মহানন্দটোলা এলাকায় নদী ভাঙ্গন পরিদর্শনে গিয়ে বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুকে হুঁশিয়ারি রতুয়ার তৃণমূল বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়ের।

উত্তর ভারতে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে ক্রমেই বাড়ছে মালদহ গঙ্গা নদীর জল। আর জল বাড়ার সাথে সাথে ভাঙন তীব্র আকার ধারণ করেছে।গঙ্গায় বিলীন হয়ে যাচ্ছে বিঘার পর বিঘা জমি। আতঙ্কে প্রহর গুনছেন এলাকার বাসিন্দারা। ভাঙ্গন কবলিত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে বিড়ম্বনায় পড়েন রতুয়ার তৃণমূল বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়। বিধায়ককে কাছে পেয়ে হাতজোড় করে পা ধরে নিজেদের শেষ সম্বল টুকু বাঁচানোর আর্জি জানান এলাকার মহিলারা। আর এর পরই মেজাজ হারান বিধায়ক।

গঙ্গা ভাঙনের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন বিহার ঝাড়খন্ড এবং বাংলা সরকার মিলিত ভাবে কেন্দ্রের কাছে ভাঙ্গন প্রতিরোধের জন্য আর্জি জানিয়েছে। ভোটের সময় খগেন মুর্মু রতুয়া এসে বলে গেছিলেন তিনি বাঁধ বাঁধাবেন।তাই তিনি এলে তাকে গঙ্গায় ডুবাবেন।

আর এই রাজনৈতিক চাপান উতরের মাঝে পড়ে কার্যত অসহায় এলাকার সাধারণ মানুষ।ভিটেমাটি বাঁচানোর জন্য কাতর আরজি তাদের।সুলতা মন্ডল নামে এক গ্রামবাসী বলেন,ঋণ নিয়ে বাড়িঘর তৈরি করেছি।এখন আর জমি জায়গা বাঁচানোর কথা বলি না স্যার কারণ জমি জায়গা সব গঙ্গা গিলে খেয়েছে।বাড়িটুকু আছে ওইটুকুই বাঁচানোর আরজি জানাচ্ছি।

গ্রামের আরেক বাসিন্দা দীনেশ মন্ডল বলেন, এই নিয়ে দ্বিতীয়বার বাড়ি হারা হব। ভাঙ্গন রোধের জন্য কোন কাজ হচ্ছে না। এইরকম ভাঙন চললে একের পর এক গ্রাম গঙ্গায় তলিয়ে যাবে।

এই বিষয়ে সময় মুখোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, রাজনৈতিক ভাবে বিজেপি বাংলাকে ভাগ করার চেষ্টা করছে এর পাশাপাশি গঙ্গা দিয়ে বাংলা থেকে উত্তরবঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করছে। রাজ্যের সীমিত ক্ষমতা দিয়ে এই কাজ করা সম্ভব নয়।কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের তরফে স্কিম পাঠানো হয়েছে। কিন্তু যেভাবে কেন্দ্র সরকার ১০০ দিনের টাকা আবাস যোজনা টাকা দিচ্ছে না সেই ভাবেই ভাঙন রোধের টাকাও দিবেনা।কেন্দ্র সরকারের বিমাতৃ সুলভ আচরণের জন্য আমরা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চলেছি। এরপর ফারাক্কা ব্যারেজ এবং ন্যাশনাল হাইওয়ে আমরা অবরোধ করবো। সংসদকে জলে নিক্ষেপ প্রসঙ্গে তিনি বলেন উনি এখানে আসবেন না।এলে কাটাহা দিয়ারার মানুষ তাকে জলে নিক্ষেপ করবে। কারণ মানুষ জলে যাবেন আর উনি উপরে থাকবেন সেটা হতে দেবে না।

পাল্টা প্রতিক্রিয়া দিয়েছে বিজেপি ও। মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, আমি বারবার সংসদে এই বিষয়টি তুলেছি।চিঠি লিখেছি।উত্তরে আমাকে জানানো হয়েছে রাজ্য সরকার পরিকল্পনা করে স্কিম কেন্দ্রের কাছে পাঠাবে। কেন্দ্র এই বিষয়ে প্রযোজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে আর্থিক সাহায্য ও দেবে। এই বিষয়গুলি রাজ্য সরকারকে আমরা জানিয়েছি কিন্তু এখনো পর্যন্ত রাজ্যের তরফে কোন উত্তর দেওয়া হয়নি। বিধায়কের জলে নিক্ষেপের হুঁশিয়ারি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমি চ্যালেঞ্জ করছি সমর মুখার্জীকে গঙ্গার জলে যদি ফেলতে হয় সমর মুখার্জিকে ফেলতে হবে, তৃণমূলকে ফেলতে হবে রাজ্য সরকারকে ফেলতে হবে। কারণ এর জন্য তারাই দায়ী।

সারাদেশের পাশাপাশি মালদা জেলা জুড়ে পালিত হলো ভারতের ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস

মালদা – সারাদেশের পাশাপাশি মালদা জেলা জুড়ে পালিত হলো ভারতের ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস। মঙ্গলবার সকাল আটটা নাগাদ ইংরেজবাজার পৌরসভায় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে পালন করা হয় স্বাধীনতা দিবস। পতাকা উত্তোলন করেন ইংরেজি বাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য কাউন্সিলর ও পুরো আধিকারিকরা। এর পাশাপাশি মালদা শহরের নেতাজি মোড় এলাকায় পতাকা উত্তোলন করে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। নেতাজি সুভাষ চন্দ্রের পূর্ণবয়ব মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় ইংরেজবাজার পৌরসভার পক্ষ থেকে।

আলিপুরদুয়ার জেলা জুড়ে পালন করা হলো ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস

আলিপুরদুয়ারঃ আলিপুরদুয়ার জেলা জুড়ে পালন করা হলো ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস। মঙ্গলবার সকালে কালচিনি ব্লকের বিভিন্ন সরকারি বিদ্যালয়,সরকারি কার্যালয় সহ বিভিন্ন এলাকায় পতাকা উত্তোলন ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়।এদিন আলিপুরদুয়ার জেলার প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্স কন্যাতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয় স্বাধীনতা দিবস। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক সুরেন্দ্র কুমার মিনা সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

বীরভূম জেলাপরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ জল্পনার অবসান ঘটিয়ে বীরভূম জেলাপরিষদের সভাধিপতি হলেন কাজল শেখ । সহকারী সভাধিপতি হলেন স্বর্নলতা সোরেন । বুধবার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক বিধান রায়,দুই সাংসদ শতাব্দী রায় ও অসিত মাল, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ,বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী সহ বিশিষ্টজনেরা । নবনিযুক্ত সভাধিপতি কাজল শেখ বলেন, এতোদিন গ্রাম ব্লকের জন্য কাজ করতাম এবার জেলার জন্য কাজ করবো । নতুন পুরাতন মিলেই তৃনমূল । যুব সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবো । ব্লকের আধিকারিকদের কাছ থেকে সমস্যার কথা জেনে সমাধান করার চেষ্টা করবো । অনুব্রত মণ্ডল আমার অভিভাবক মিথ্যা কেসে আটকে রয়েছে খুব তাড়াতাড়ি বাইরে এসে আবার দল পরিচালনা করবেন । সহকারী সভাধিপতি স্বর্নলতা সোরেন বলেন, দিদি যেমন যেমন বলবেন সেইমতো চলবো । আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য দিদিকে ধন্যবাদ ।

দুইদিন ব্যাপী প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠান

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ সিউড়ি একনং ব্লকের কড়িধ্যা গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত কড়িধ্যা যদুরায় মেমোরিয়াল এনড পাবলিক ইনস্টিটিউশনের পঁচাত্তরতম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে পনেরো আগস্ট থেকে তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠান হয় । বিদ্যালয়ের সহশিক্ষক পার্থসারথি ঘোষ বলেন, পঁচাত্তর বছর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠান করা হয় । পনেরো আগস্ট বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করা হয় । পিছিয়ে পড়া মেধাবী পড়ুয়াদের সংর্বধনা দেওয়া হয় । ছাত্রছাত্রী শিক্ষকরা মিলে অনুষ্ঠানের আযোজন খরচ খরচা করেছে ।

হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দিল পুলিশ

মালদা ঃ বিভিন্ন সময় হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করে। প্রকৃত মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দিল পুলিশ, মঙ্গলবার রাতে মানিকচক থানার পুলিশ প্রায় ৬০ টি বিভিন্ন নামিদামি কোম্পানির মোবাইল ফোনের মধ্যে প্রায় ৩০ জন প্রকৃত দাবীদারদের হাতে মোবাইল ফোন তুলে দেন। যা দেখে পুলিশের ভূমিকায় প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র। বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র বলেন পুলিশ মানবিক হয়। মালদা জেলা পুলিশ ডিএসপি হেডকোয়ার্টার প্রশান্ত দেবনাথ বলেন আমাদের এই ফিরে পাওয়া প্রোগ্রাম চলছে। গত মাসে ও আমরা বেশ কিছু মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দিয়েছি আজকেও দিলাম। জেলার সকল প্রান্তে প্রতিটি থানায় আমরা এই প্রোগ্রাম করছি। নিজেদের হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন পুনরায় পেয়ে খুবই আপ্লুত প্রকৃত মালিকরা। তারা পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

অন্তঃসত্ত্বা বধূকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠলো শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে

মালদা ঃ পণের দাবিতে তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা বধূকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠলো শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে পুখুরিয়া থানার কুমাগঞ্জের আজিমগঞ্জ গ্রামে। প্রায় এক সপ্তাহ চিকিৎসাধীন থাকার পর বুধবার মালদা মেডিক্যাল কলেজে মৃত্যু হয়েছে ওই অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূর। মৃতের বাবার বাড়ির তরফে পুখুরিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অন্য দিকে, ঘটনার পর থেকেই পলাতক মৃতার স্বামী এবং পরিবারের লোকজন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার নাম প্রিয়াঙ্কা রবিদাস (২৩)। তাঁর স্বামীর আকালু রবিদাস পেশায় শ্রমিক। পুকুরিয়া থানার আজিমগঞ্জ গ্রামের বাসিন্দা তাঁরা। দুই'জনের বিয়ে হয়েছিল বছর তিনেক আগে। প্রিয়াঙ্কার বাপের বাড়ির অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই পণের দাবিতে তাঁদের মেয়ের উপর অত্যাচার করত শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। প্রিয়াঙ্কা মা হতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাতে তার উপর অত্যাচারের মাত্রা কমেনি। ওই অবস্থাতেও তাঁকে দিনের পর দিন শারীরিক এবং মানসিক ভাবে হেনস্থা করা হয়েছে। অভিযোগ, গত ১ আগস্ট গভীর রাতে প্রিয়াঙ্কার উপর ভয়ানক অত্যাচার করেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। এমনকি মারধরের পর তাঁর গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। বধূর চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে ভর্তি করা হয়েছিল মালদহ মেডিক্যাল কলেজে। সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। এ নিয়ে মালদহ জেলার পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব বলেন, ''ঘটনার অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে

গভীর শ্রদ্ধার সাথে পালন করা হল ভারতের ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস

মালদা ঃ গভীর শ্রদ্ধার সাথে পালন করা হল ভারতের ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস। মঙ্গলবার সকাল নয়'টা মালদহের জেলা প্রশাসনিক ভবন চত্বরে এই দিনটিকে উদযাপন করা হয়। জেলাশাসক নিতিন সিংহানিয়া ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে কুচকাওয়াজে সামিল হন।এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। শেষে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতির উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা শাসক নিতিন সিংহানিয়া। পাশাপাশি ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে অন্যান্য সাধারণ মানুষেরাও উক্ত অনুষ্ঠানে সামিল হয়েছিলেন।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মেগা অংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন

মালদা – স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মেগা অংকন প্রতিযোগিতার আযোজন। মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের উদ্যোগে অঙ্কন প্রতিযোগিতার আযোজন করা হয়। মঙ্গলবার সকাল থেকে মালদা শহরের রথবাড়ি এলাকায় বাণিজ্য ভবনে আযোজন করা হয় অঙ্কন প্রতিযোগিতার। পাঁচটি বিভাগে প্রায় সতেরশো প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে অঙ্কন প্রতিযোগিতায়। অংকুর থেকে কলেজ স্তরের প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করে মেগা অঙ্কন প্রতিযোগিতায়।উপস্থিত ছিলেন মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি, জয়ন্ত কুন্ডু, সম্পাদক উত্তম বসাক সহ অন্যান্য ব্যবসায়ীরা।উত্তম বাবু বলেন, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মেগা অংকন প্রতিযোগিতার আযোজন।পাঁচটি বিভাগ প্রায় ১৭০০ প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে অংকন প্রতিযোগিতায়। এর পাশাপাশি এদিন সন্ধ্যায় পুরস্কার বিতরণ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে উত্তীর্ণ কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা দেওয়া হবে।

শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবের পক্ষ থেকে পালিত হল স্বাধীনতা দিবস ও ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস

শিলিগুড়ি – শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবের পক্ষ থেকে পালিত হল স্বাধীনতা দিবস ও ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবের পক্ষ থেকে পালিত হল স্বাধীনতা দিবস ও ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস। এদিন স্বাধীনতা দিবস ও প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত হল একটি বাইক রেলি।মঙ্গলবার সকাল ১০ টা নাগাদ কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের সামনে থেকে রেলিটি শুরু হয়। শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে কাওয়াখালী এলাকায় অবস্থিত ক্লাব ভবনে এসে শেষ হয়। সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তলন করা হয়

দিনহাটায় বিজেপির জেলা সম্পাদকের বাস ভাঙচুরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

কোচবিহার ঃ স্বাধীনতা দিবসের দিনেও বাদ গেল না রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা। দিনহাটায় বিজেপির জেলা সম্পাদকের বাস ভাঙচুরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনায় একজনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয় বিজেপির জেলা সম্পাদক জয়দীপ ঘোষ। অভিযোগ আজ সকালে উদয়ন গুহের নির্দেশে তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতিরা জয়দীপ ঘোষের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা তার বাসে ভাঙচুর চালাতে থাকলে তার নিরাপত্তা রক্ষীরা সেখানে গিয়ে একজনকে ধরে ফেলে। এবং সে স্বীকার করে নিয়েছে তাকে গাড়ি ভাঙচুর করার জন্য ডেকে পাঠানো হয়েছিল। উদয়ন গুহর ঘনিষ্ঠ রাই তাকে ডেকেছে গাড়ি ভাঙচুর করার জন্য। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। জয়দীপ ঘোষ জানান, এর আগেও বহুবার তার গাড়িতে হামলা চালানো হয়েছিল। গতকাল জাতীয় পতাকা নিয়ে দিনহাটা শহরে বিজেপির পক্ষ থেকে একটি মিছিল করা হয়েছিল সেই কারণেই আজ উদয়ন গুহর গুন্ডাবাহিনী তাকে না পেয়ে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা তার বাসে হামলা চালায়।

যাদবপুরে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় শিলিগুড়িতে বিক্ষোভ ABVP এর

শিলিগুড়ি ঃ যাদবপুরে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় শিলিগুড়ির হাশমি চকে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের শিলিগুড়ি শাখা।এদিন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সদস্যরা মুখে কালো কাপড় বেঁধে ঘটনার প্রতিবাদ জানান।বুধবার দুপুরে শিলিগুড়ির হাশমি চকে বিক্ষোভ দেখায় তারা। এই বিক্ষোভ থেকে বামপন্থীদের কটাক্ষ করা হয়। এই ঘটনায় পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে যারা জড়িত তাদের কঠোর শাস্তির দাবি তুলে ধরা হয়।

পুরসভা প্রাঙ্গনে পতাকা উত্তোলন করলেন পুরসভার চেয়ারপারসন পাপিয়া পাল সহ অন্যান্য কর্মীরা

জলপাইগুড়ি ঃ জেলা প্রশাসনের পাশাপাশি জলপাইগুড়ি পুরসভা প্রাঙ্গনে পতাকা উত্তোলন করেন পুরসভার চেয়ারপারসন পাপিয়া পাল সহ অন্যান্য কর্মীরা। মঙ্গলবার দেশের ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যাবসায়িক সংগঠন এর পাশপাশি ক্লাব এবং সাংস্কৃতিক সংস্থার পক্ষ থেকেও আয়জিত হয় বিশেষ অনুষ্ঠান। প্রাক্তণ সৈনিক দের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার সকালে এক বর্ণাঢ্য পদ যাত্রা জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।পাশাপশি এদিন জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়ক গোশালা মোড়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মেল বন্ধনের মাধ্যমে দেশের ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস পালন করার দৃশ্য চোখে পরলো।জলপাইগুড়ি বিবেকানন্দ যোগা সোসাইটির পক্ষ থেকে রাজবাড়ী দিঘী প্রাঙ্গণে ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। এরই পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন এলাকায় পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান লক্ষ্য করা যায়।

শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটে পালন করা হলো ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটে পালন করা হলো ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস। পতাকা উত্তোলন ও কুচকাওয়াজের মধ্যে দিয়ে পালন করা হলো দিনটি।মঙ্গলবার মাল্লাগুড়ি পুলিশ লাইনে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা দিবসের সূচনা করেন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার অখিলেশ চতুর্বেদী। পাশাপাশি এই দিন বিভিন্ন স্কুল পড়ুয়াদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বিশেষ পুরস্কার।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা জলপাইগুড়ি তে

জলপাইগুড়ি ঃ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চলছে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান। আর এই স্বাধীনতা দিবসে উত্তরবঙ্গের স্বনামধন্য ক্লাবগুলোর মধ্যে অন্যতম ধূপগুড়ি এসটিএস ক্লাব একাধিক অনুষ্ঠানের আযোজন করেছে।গত রবিবার দাবা প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। আর স্বাধীনতা দিবসে সাত সকালে ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার আযোজন করা হয়। এদিনের এই ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করে।সোনাতলাহাট থেকে ধূপগুড়ি এসটিএস ক্লাব পর্যন্ত ১২ কিলোমিটার পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে উত্তরপ্রদেশের রাহুল মরুয়া, দ্বিতীয় হয়েছেন উত্তরপ্রদেশের রোহন কুমার, তৃতীয় হয়েছেন কার্শিয়াং এর বিকাশ ভূজেল, চতুর্থ হয়েছেন ঝাড়খণ্ডের রেন্টিস মারান্ডি, পঞ্চম হয়েছেন রঞ্জিত কিসকো।এছাড়াও স্বাধীনতা দিবসে ক্লাব প্রাঙ্গণে আযোজন করা হয়েছে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরের।পাশাপাশি বিকেলে ধূপগুড়ি পৌর ফুটবল ময়দানে মহিলা ফুটবল প্রর্দশনী ম্যাচের আযোজন করা হয়েছে।এরই পাশাপাশি প্রতিবছরের ন্যায় স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এদিন সকালে ধূপগুড়ি কলেজ পাড়া ইয়ং স্পোর্টিং ক্লাবের পক্ষ থেকে অনূর্ধ্ব ১৪ খুদেদের নিয়ে ম্যারাথন দৌড়ের আযোজন করা হয়।

পুকুর থেকে মাছ চুরির ঘটনার প্রতিবাদ জানানোয় পেটে ছুরির কোপ, ধৃত ১

কোচবিহার ঃ দিনহাটার বুড়িরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের খট্টি মারি এলাকায় পুকুর থেকে মাছ চুরির ঘটনার প্রতিবাদ জানানোয় নারায়ণ মোদক নামে এক ব্যক্তির পেটে ছুরি মারার অভিযোগ সুশান্ত দাস নামে স্থানীয় এক বাসিন্দার বিরুদ্ধে।ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা এলাকায়। গুরুতর আহত অবস্থায় নারায়ন মোদককে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে তাকে সেখান থেকে কোচবিহারে রেফার করা হয়। এদিন ওই আহত ব্যক্তিকে দেখতে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে যান উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ।পুলিশ জানায় সুশান্ত দাসের বিরুদ্ধে পুকুর থেকে মাছ চুরির অভিযোগ ওঠে। স্থানীয় বাসিন্দারা নারায়ণ মোদককে সঙ্গে নিয়ে অভিযুক্ত সুশান্ত দাসের বাড়িতে গেলে সুশান্ত দাস নারায়ণ মোদককে চাকু মারে। গুরুতর আহত অবস্থায় নারায়ন মোদক কোচবিহার মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন রয়েছে। অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

ভারতের ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি পুর নিগমের ৩৩ নং ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা এবং দলীয় পতাকা উত্তোলন

শিলিগুড়ি – ভারতের ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি পুর নিগমের ৩৩ নং ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা এবং দলীয় পতাকা উত্তোলন । উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি পুর নিগমের ৩৩ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ।ভারতের ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি পুর নিগমের ৩৩ নং ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা এবং দলীয় পতাকা উত্তোলন । উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি পুর নিগমের ৩৩ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ।

ভারতের ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি পুর নিগমের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন

শিলিগুড়ি – ভারতের ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি পুর নিগমের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ।ভারতের ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি পুর নিগমের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ।ভারতের ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি পুর নিগমের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ।ভারতের ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি পুর নিগমের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ।

কালিয়াচক থানার বিবিগ্রাম এলাকা থেকে ২৮ টি বল বোমা উদ্ধার করলো পুলিশ

মালদা ঃ কালিয়াচক থানার বিবিগ্রাম এলাকা থেকে ২৮ টি বল বোমা উদ্ধার করলো পুলিশ । বুধবার সকালে এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়ায় কালিয়াচক থানার জালুয়াবাধাল গ্রাম পঞ্চায়েতের বিবিগ্রামে। সেখানে আম বাগানের নিকট এক যার বোমা দেখতে পাই স্থানীয় লোকজন। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় কালিয়াচক থানায়। খবর পাওয়ার সঙ্গেই উপস্থিত হয় বিশাল কালিয়াচক থানার পুলিশ বাহিনী। পরবর্তীতে খবর দেওয়া হয় বোম স্কোয়ার্ড সিআইডি টিম ও দমকল বাহিনী। এবং তারা আসে সেই জার থেকে উদ্ধার হয় ২৮ টি তাজা বল বোমা। বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করে বোম স্কোয়ার্ড সিআইডি টিম সঙ্গে দমকল বাহিনী ও কালিয়াচক থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করা হয় । গ্রামের পাশে এতগুলি তাজা বোমা কিভাবে আসলো তা তদন্ত শুরু করেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ

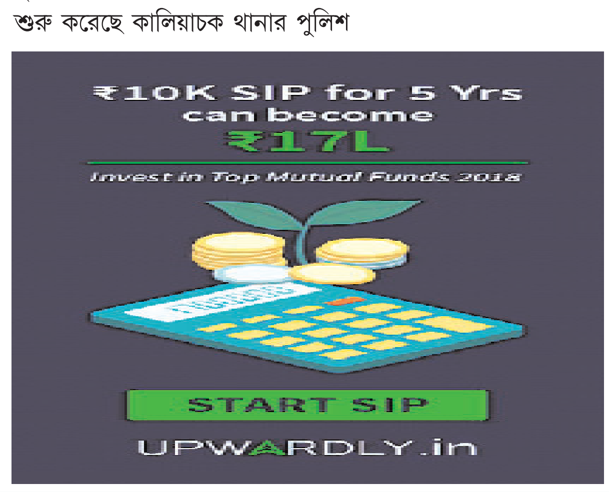

বিশ্ব আদিবাসী দিবস উপলক্ষে বুধবার বাগডোগরায় বিশাল বাইক র‍্যালির আয়োজন

শিলিগুড়ি ঃ বাগডোগরা কাদোপানি ময়দান থেকে র‍্যালি শুরু হয়ে দাগাপুর ময়দানে গিয়ে শেষ হয়।জানা গিয়েছে, এদিন প্রায় ৫০০ টি বাইক র‍্যালিতে অংশ নেয়।র‍্যালিটি দাগাপুরে আযোজিত সম্মেলন যোগ দেয়। এদিন মনিপুরের ঘটনার প্রতিবাদও জানানো হয়। এই বিষয়ে অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের সদস্য রাজকুমার কিন্ডো জানান, দেশ জুড়ে আদিবাসীদের বঞ্চনা করা হচ্ছে। এরাজ্যে আদিবাসী মহিলাদের ওপর নির্যাতনের ঘটনা বেড়েই চলছে।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

कोल्हान प्रमण्डलीय रोज़गार मेला

(ऑफर लेटर वितरण)

लगभग **10,200** युवाओं को मिलेगा ऑफर लेटर

मुख्य अतिथि

श्री हेमन्त सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड

विशिष्ट अतिथि

श्री अर्जुन मुंडा
माननीय केंद्रीय मंत्री, जनजातीय मामले, भारत सरकार

श्री आलमगीर आलम
माननीय मंत्री, संसदीय कार्य, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड

श्री सत्यानंद भोक्ता
माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड

श्री चंपाई सोरेन
माननीय मंत्री, परिवहन, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड

श्रीमती जोबा मांझी
माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड

श्री बन्ना गुप्ता
माननीय मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड

श्रीमती गीता कोड़ा
माननीय सांसद, सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र

श्री विद्युत बरन महतो
माननीय सांसद, जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र

सम्मानित अतिथि

श्री सरयू राय
माननीय विधायक, जमशेदपुर (पूर्वी)

श्री दीपक बिरुआ
माननीय विधायक, चाईबासा

श्री निरल पूर्ति
माननीय विधायक, मझगाँव

श्री दशरथ गगराई
माननीय विधायक, खरसावाँ

श्री सुखराम उराँव
माननीय विधायक, चक्रधरपुर

श्रीमती सबिता महतो
माननीय विधायक, ईचागढ़

श्री रामदास सोरेन
माननीय विधायक, घाटशिला

श्री सोनाराम सिंकू
माननीय विधायक, जगन्नाथपुर

श्री समीर कुमार मोहन्ती
माननीय विधायक, बहरागोड़ा

श्री मंगल कालिंदी
माननीय विधायक, जुगसलाई

श्री संजीव सरदार
माननीय विधायक, पोटका

दिनांक : 18 अगस्त, 2023 | समय : अपराह्न 1 बजे
स्थान : टाटा कॉलेज मैदान, चाईबासा (पश्चिमी सिंहभूम)

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार

সম্পাদকীয়

বৃষ্টি ও ধসে বিপর্যস্ত হিমাচল, উত্তরাখণ্ড

বৃষ্টি, বন্যা, ধসে বিপর্যস্ত হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড। পাঞ্জাব ও আসামে বন্যা পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে। দিল্লিতে যমুনার জল বাড়ছে। হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু জানিয়েছেন, এরকম প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে হিমাচল আগে কখনো পড়েনি। এখনই মোট ১০ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। শুধু হিমাচলেই মৃত্যু হয়েছে ৬০ জনের বেশি মানুষের। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা সিমলা ও মান্ডির। দুদিন আগেই সিমলার সামারহিলে একটা মন্দির ধসে পড়ে। সেখান থেকে এখনো পর্যন্ত ১৫টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সামার হিল ছাড়াও সিমলার কৃষ্ণা নগর ও ফাগলিতে বড় ধস নেমেছে। দুইটি জায়গায় উদ্ধারকাজ চলছে। সিমলায় একসঙ্গে এত ধস সাম্প্রতিককালে নামেনি। ফাগলি থেকে পাঁচটি এবং কৃষ্ণা নগর থেকে দুইটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তিনটি জায়গায় ধসের ফলে পাকা ও কাঁচা বাড়ি কাদা, মাটির তলায় চাপা পড়েছে। পাকা বাড়ি ভেঙে যাওয়ায় মানুষ কংক্রিটের ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়েছেন। স্থানীয় মানুষ

জানিয়েছেন, আরো অনেকের দেহ উদ্ধার হতে পারে। মঙ্গলবার সিমলার প্রায় কেন্দ্রে থাকা কৃষ্ণা নগরে বৃষ্টি ও ধসের ফলে আটটি বাড়ি ভেঙে যায়। দশজন জলের তোড়ে ভেসে যান। তার মধ্যে দুইজন মারা গেছেন। বাকিরা আহত। সিমলার এসডিএম ভানু গুপ্তা জানিয়েছেন, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলার কর্মীরা, রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা সংস্থার কর্মীরা ছাড়াও সেনা, পুলিশ ও হোমগার্ডরা উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছেন। উদ্ধারকারী দলের ধারণা, এখনো ধ্বংসস্তূপের তলায় কিছু মানুষ বেঁচে থাকতে পারেন। তাই খুব সাবধানে কাজ করা হচ্ছে। সব স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ১৯ অগাস্ট পর্যন্ত ছুটি দিয়ে দেয়া হয়েছে। মান্ডিতে ভয়ংকর চকিত বন্যায় প্রচুর মানুষ বিপর্যয়ের মুখে পড়েছেন। তার উপর জলাধার থেকে জল ছাড়ার পর মান্ডিতে পাঁচশ জন বিপদের মুখে পড়েন। তাদের দ্রুত নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। মান্ডিতে ধসের ফলে পাঁচটি বাড়ি ভেঙে পড়েছে। এখানেও বিভিন্ন জায়গায় ধস নেমেছে। সোলানে চকিত বন্যায় সাতজন মারা গেছেন। এই বর্ষার শুরু থেকে এপর্যন্ত হিমাচলে ১৭০টি ক্লাউডবার্স্ট হয়েছে ও ধস নেমেছে। সবমিলিয়ে নয় হাজার ছয়শ বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সিমলা, সোলান, মান্ডি, হামিরপুর ও কাংরার অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। প্রবল বৃষ্টির পর উত্তরাখণ্ডের পৌরিতে ভয়ংকর ধস নেমেছে। এর ফলে অন্তত পক্ষে তিনজন মারা গেছেন। চার ধাম যাত্রা পরপর দুইদিন স্থগিত রাখা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে ঋষিকেশে। একদিনে ৪২ ,সেন্টিমিটার বৃষ্টি হয়েছে এখানে। প্রবল বৃষ্টির পর জোশীমঠে বিভিন্ন রাস্তা ও বাড়িতে ফাটল আরো বেড়েছে। পাঁচটি পরিবারকে ত্রাণশিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গত জানুয়ারিতে জোশীমঠে বিভিন্ন বাড়িতে ফাটল দেখা দেয়। প্রচুর বাড়ি ভেঙে দেয়া হয়। প্রচুর পরিবারকে ত্রাণশিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়। তখনই বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছিলেন, জোশীমঠ বসে যাচ্ছে। জোশীমটের কাছে হেলাংয়ে বাড়ি ভেঙে পড়ে তিনজন আহত হয়েছেন। কয়েকজন এখনো ধ্বংসস্তূপের তলায় আছেন বলে মনে করা হচ্ছে। আসামের বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যার জলের তলায় চলে গেছে। বন্যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ৭৫ হাজার মানুষ। ব্রহ্মপুত্রসহ চারটি নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। দরং, শিবসাগর, চিরাং, ধেমাজির অবস্থা খারাপ। উত্তরাকণ্ডে বৃষ্টির ফলে দিল্লিতে যমুনার জল আবার বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। কিছুদিন আগেই যমুনার বন্যায় দিল্লির নিচু এলাকাগুলি ভেসেছিল। লালকেল্লার পাশে যমুনার জল চলে এসেছিল। আগ্রায় তাজমহলের দেওয়ালে যমুনার জল ধাক্কা মেরেছিল। তবে এবার অবস্থা অতটা খারাপ এখনো হয়নি। পাঞ্জাবে ১৯টি জেলায় প্রায় দেড় হাজার গ্রাম বন্যার কবলে পড়েছে। বিপাশা ও শতদ্রু নদীর জল অনেকটা বেড়ে গেছে। ভাকরা জলাধার থেকে প্রচুর পরিমাণে জলও ছাড়া হয়েছে।

জানা অজানা

আগামী ৬ ই সেপ্টেম্বর মাতাজী আশ্রমে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উৎসব পালিত হবে

প্রতিবছরের মতো এ বছর ও আগামী ৬ ই সেপ্টেম্বর ২০২৩ বুধবার বাংলা ১৯ শে ভাদ্র ১৪৩০ মাতাজী আশ্রম হাতা তে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উৎসব ধুমধামের সাথে পালন করা হবে।এই উপলক্ষে সন্ধ্যা ৬.৩০ ঠাকুরের সন্ধ্যা আরতি ও কথামৃত পাঠ, ৭.৩০ টায় ভাগবত পাঠ,৮.০০ কৃষ্ণ ভজন, ৯.০০ টায় শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ পূজা, ভোগ, আরতি, পুষ্পাঞ্জলি ও ব্রতীদের পূজা,হরিনাম সংকীর্তন ও প্রসাদ বিতরণ অনুষ্ঠান হবে।

এই উপলক্ষে মাতাজী আশ্রমের পক্ষ থেকে সকল মা,বোনদের, ব্রতীদের ও ভক্তদের সাদরে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। হরে কৃষ্ণ।

মাতাজী আশ্রমের পক্ষ থেকে,
চিনু মা,
আশ্রম সেবিকা।

'তোমার পতাকা যারে দাও' - ভারতের ত্রিবর্ণ পতাকা ও দেশপ্রেমের ইতিহাস

ভারতের জাতীয় পতাকার বিবর্তন নিয়ে কথা বলেছিল বর্ষীয়ান ভেক্সিলিওলজিস্ট ও পতাকা বিষয়ক গবেষক শেখর চক্রবর্তীর সঙ্গে। তিনি বলেন, ভারতে যখন জাতীয়তাবাদ এর ভাবনা এল, আমার বুঝতে শিখলাম - তখন প্রথম এই পতাকা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন রাজনারায়ণ বোস১৮৮৮ সালের লিবারাল বলে একটি পত্রিকাতে তিনি লেখেন যে,'আমাদের একটি ন্যাশনাল সিম্বল দরকার, এবং সেটি হল পদ্ম ফুল।' কারণ পদ্ম ফুলের পঙ্কিলতায় জন্মের পরে যে শ্বেতশুভ্র ভাবে তার প্রকাশ সে কথা মাথায় রেখে রাজনারায়ণ বাবু একথা বলেছিলেন। কিন্তু সঠিক অর্থে আমাদের এই দেশ ভারতবর্ষের পতাকার প্রয়োজনীয়তার কথা প্রথম ভেবেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা।

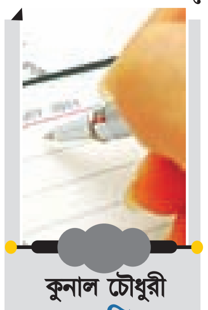

কুনাল চৌধুরী
প্রাবন্ধিক

সঠিক অর্থে ভারতবর্ষের পতাকার প্রয়োজনীয়তার কথা প্রথম ভেবেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। ১৯০৪ সালে সিস্টার নিবেদিতা বোধগয়াতে (বর্তমান বিহারে অবস্থিত) যান, সঙ্গে জগদীশ চন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়াও ছিলেন আরও অনেকে। সেখানে সিস্টার নিবেদিতা মুনি দধীচির মূর্তি দেখেন। দধীচির যে আত্মত্যাগের কাহিনী আমরা জানতে পারি যেখানে দেবতা ইন্দ্রের জন্য তিনি তার শরীরের হাড় দান করেছিলেন, সে কাহিনী সিস্টার নিবেদিতাকে অনুপ্রাণিত করে। এবং সেখান থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েই নিবেদিতা তৈরী করেন একটি পতাকা। আর সেই পতাকাটি এখনও ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে রাখা রয়েছে সকলের দেখার জন্য। এক অর্থে, এই পতাকাটিই ভারতের কথা মাথায় রেখে তৈরি করা প্রথম পতাকা। ২০১২ সালে একটি ট্রাঙ্কের ভেতর থেকে এটি খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। আর তারপর এটিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে দিল্লীর রেস্টোরেশন সংস্থা ইন্টাক।

শেখর চক্রবর্তী বলেন, এসব কিছু বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, সম্ভবত ইতিহাসের প্রথম মহিলা ফ্ল্যাগ ডিজাইনার হলেন সিস্টার নিবেদিতা । এই পতাকাটি প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৯০৬ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে, যেখানে প্রেসিডেন্ট ছিলেন দাদাভাই নওরোজি। একমাত্র জগদীশ চন্দ্র বসু এই পতাকাটির সমর্থন করেন।

জাতীয় পতাকার প্রথম ডিজাইনার কুমুদিনী বসু

ইতিহাস থেকে জানা যায়, সেই সময়েই উত্তর কলকাতাবাসী সঞ্জীবনী পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রের ছেলে সুকুমার মিত্র ও তার বন্ধু শচীন্দ্রনাথ বোস, যিনি ছিলেন অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটির সেক্রেটারি, তারা দুজনে মিলে দেখা করেন কংগ্রেস নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির সঙ্গে আর সে সময়ে কংগ্রসের সব মিটিঙেই থাকত ইউনিয়ন জ্যাকের পতাকা। সুকুমার ও শচীন্দ্রনাথের কথা শুনে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত ও অন্যন্য কংগ্রেসী নেতারা ইন্ডিয়ান ইন্সিটিউট হলে একটি সভার আয়োজন করেন এবং সেখানেই প্রথম ঠিক করা হয় যে ভারতেরও পতাকা তৈরি করা হবে। সেই পতাকার ডিজাইনার ছিলেন সুকুমার মিত্রের বোন কুমুদিনী বসু।

শেখর চক্রবর্তী এই তথ্য বিষয়ে বলেন, কিন্তু আমরা সাধারণত জানি যে, আমাদের দেশের প্রথম ফ্ল্যাগ যিনি দেখিয়েছিলেন তিনি হলেন 'মাদাম কামা', কিন্তু প্রথম ফ্ল্যাগ ডিজাইনার যদি বলতে হয়, তাহলে তিনি ছিলেন এই কুমুদিনী বসু। তার কোন ছবি পাওয়া যায়নি আজও। ১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গের এক বছর পূর্তির অনুষ্ঠানে, ৭ই অগাস্টে তদানীন্তন গ্রিয়ার পার্কে এই পতাকাটি প্রথম উত্তোলিত হয়েছিল, এবং এই পতাকাটিকেই প্রথম সে অর্থে সারা ভারতবর্ষের মান্যতাপ্রাপ্ত পতাকা হিসেবে ধরা যেতে পারে, যা হয়ে ওঠে আমাদের জাতীয়তাবাদের প্রতীক। এবং সেই অধিবেশন বা অনুষ্ঠানেই প্রথম 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি আমাদের ওয়ার ক্রাই হিসাবে মান্যতা পায়।

মাদাম কামা ও ভারতের জাতীয় পতাকা

মাদাম কামা ১৯০৭ সালে ভারতবর্ষ ছেড়ে প্রথমে যান যুক্তরাজ্যে, তারপর প্যারিসে গিয়ে থাকতে শুরু করেন এবং ভারতের প্রবাসী বিপ্লবীদের কাছে তিনিই ছিলেন তাদের আশ্রয় ও প্রশ্রয়ের জায়গা। আর সেই সময়েই বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগো প্যারিসে গিয়েছিলেন বোমা বানানো শেখার জন্য ও আশ্রয় পেয়েছিলেন মাদাম কামার কাছে। তিনি ১৯০৬ সালের বানানো পতাকাটি দেখেছিলেন ও সেই স্মৃতি থেকে হেমচন্দ্র একটি রুমাল আকৃতির পতাকা তৈরী করেন। হেমচন্দ্র কানুনগোর লেখা থেকে জানা যায়, তিনি এই পতাকাটির প্রতীকগুলির ব্যাখ্যা করেছিলেন, যদিও তিনি নিজে তৈরি করেছেন তা বলেননি। তিনি বলেছিলেন, যারা এই পতাকাটি তৈরি করেছিল, তারা সবাই বর্তমানে আন্দামানের সেলুলার জেলে রয়েছেন। এই সূত্র ধরেই শেখর চক্রবর্তী ব্যাখ্যা করেন, তাই সেই সময়ের যারা জেল খাটছিলেন তাদের সম্পর্কে জানলেই আমরা দেখব যে, বীর

সাভারকর আমাদের পতাকা ডিজাইন করেননি। কলকাতা ও প্যারিসে বসে দুই দল মানুষ একই ডিজাইনের পতাকা তৈরি করছেন, সেটা কোনভাবেই সম্ভব নয়। পার্থক্য ছিল কলকাতার ফ্ল্যাগে লেখা ছিল বন্দে মাতরম আর প্যারিসেরটায় বন্দে মাতরং। আর যেহেতু হেমচন্দ্র নিজে তার স্মৃতি থেকে এই পতাকাটি তৈরি করেছিলেন তাই এই ঘটনাটি ঘটে।

হেমচন্দ্র কানুনগোর তৈরী করা ফ্ল্যাগই মাদাম কামা জার্মানির স্টুটগার্টএ ২২শে অগাস্ট সেকেন্ড ইন্টারন্যাশনাল সোশালিস্ট কংগ্রেসের অধিবেশনে দেখিয়েছিলেন বা হয়েস্ট করেছিলেন। এই ফ্ল্যাগটি বর্তমানে ভারতের মহারাষ্ট্রের পুনেতে রয়েছে।

এরপর ১৯১১ সালে যখন বঙ্গভঙ্গ রোধ হয় এবং কলকাতা থেকে রাজধানীকে দিল্লিতে সরিয়ে নেওয়া হয়, তারপর থেকেই এই পতাকার ব্যবহার কমে আসতে শুরু করে।

অ্যানি বেসান্ত, জাতীয় পতাকা ও ব্রিটিশ প্রতীক

এরপর ১৯১৬ সালের হোমরুল আন্দোলনের শুরুতে অ্যানি বেসান্ত - বাল গঙ্গাধর তিলক , বি পি ওয়াদিয়া, মহম্মদ জিন্না, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহায়তায় একটি নতুন ফ্ল্যাগের ডিজাইন তৈরি করেন। এই পতাকাটির ওপরের বাঁদিকের অংশে যুক্তরাজ্যের পতাকা রাখা হয়েছে দেখা যায়। এর পিছনে ধারনা ছিল যে, ব্রিটিশদের স্বীকার করে নিয়েই স্বায়ত্বশাসনের অধিকার পাওয়া।

এই পতাকার ডিজাইন নিয়ে জাতীয় কংগ্রেসের ভিতরে চরমপন্থীদের মধ্যে অসন্তোষ থাকলেও গান্ধী ও তার অনুসরণকারীদের কোন বিরুদ্ধ মনোভাব ছিল না। তাই ১৯১৭ সালের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে যেখানে অ্যানি বেসান্ত ছিলেন সভাপতি, তিনি সেখানে এই ফ্ল্যাগটি সর্বসমক্ষে উত্তোলন করেন। এই পতাকাটিতে ৭টি তারা ব্যবহার করা হয়েছিল, যা আমাদের পুরানের সাতজন ঋষির কথা মাথায় রেখে। এই পতাকাটিতে সবুজ রং ছিল মুসলমানদের প্রতীক আর লাল রং ছিল হিন্দুত্বের প্রতীক। এবং এই ফ্ল্যাগটি ছিল 'ডাভটেল' র স্টাইলে তৈরি।

পিঙ্গালী ভেঙ্কাইয়া ও খারিজ হওয়া জাতীয় পতাকার ডিজাইন

এরপর আসে পিঙ্গালী ভেঙ্কাইয়ার কথা। তিনি কাজ করতেন সাউথ আফ্রিকাতে, ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক। হোমরুল লীগ পতাকার যোগ্যতা নিয়ে যখন অনেকেই কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত, সেই সময় ১৯১৬ সালে মসলীপত্তম ন্যাশনাল কলেজে তার উদ্যোগে স্থাপিত হল 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ মিশন'। পতাকা অনুরাগী পিঙ্গালী ভেঙ্কাইয়া এই সময়েই ৩০টির মতো ডিজাইন নিয়ে তেলেগু ভাষায় প্রকাশ করেন ভারতা দেশানিকী ওকা জাতীয় পতাকা অর্থাৎ ভারতের জাতীয় পতাকা। কিন্তু এই একটি পতাকাও কংগ্রেসী নেতাদের ও গান্ধিজীর পছন্দ হয়নি। কিন্তু পিঙ্গালীর এই উদ্যোগ গান্ধীজীকে বুঝিয়ে দেয় যে ভারতবর্ষের পতাকার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এবং তাই গান্ধীজীর ১৯২১ সালের ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকার লেখায় পাওয়া যায় যে তিনি বলছেন, 'আমাদের জাতীয় পতাকার প্রয়োজন রয়েছে। এরপর পিঙ্গালী গান্ধীজীর পরামর্শ অনুযায়ী ১৯২১ সালে বিজয়ওয়ারা কংগ্রেসের অধিবেশনের আগে ভারতের দুই সম্প্রদায়ের প্রতীক স্বরুপ, লাল ও সবুজ রঙের পতাকা তৈরী করে নিয়ে আসেন। যদিও সেই অধিবেশনে সেই ফ্ল্যাগ হয়েস্ট করা যায়নি কারণ পিঙ্গালীর ডিজাইন তৈরী করতে দেরী হয়েছিল। এরপর গান্ধীজীর পরামর্শ অনুসারে পিঙ্গালী বাকী সম্প্রদায়ের কথা মাথায় রেখে এই পতাকাটিতে লাল, সবুজের সাথে সাদা রংকেও জুড়ে দেন, জানালেন শেখর চক্রবর্তী।

সময়ের প্রয়োজনে তৈরি ফ্ল্যাগ কমিটি

ইতিহাস অনুযায়ী, সেই সময়েই জলন্ধরের লালা হন্সরাজ, গান্ধীজীকে বলেন এই পতাকাতে আত্মনির্ভরতার প্রতীক হিসেবে চরকাকেও স্থান দেওয়া হোক। গান্ধীজী এই পরামর্শে সম্মতি দেন। এবং সেই পরামর্শ অনুযায়ী পিঙ্গালী ভেঙ্কাইয়া নতুন ডিজাইনে চরকাকে যোগ করেন। এবং সেই পতাকাটিই ডিসেম্বরের কংগ্রেসের অধিবেশনে ওড়ানো হয়েছিল। ডিজাইনে ছিল ওপরে সাদা, মাঝে সবুজ ও নীচে লাল রং, আর সবকটা রং ছুঁয়ে ওপরে কালো রঙের চরকা। পরে দেখা যায়, এই পতাকাটিকে প্রায় বুলগেরিয়ার ন্যাশনাল ফ্ল্যাগের মতো দেখতে হয়েছে। এবং এই নিয়ে অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল কংগ্রেসের অভ্যন্তরেই। যদিও এই ফ্ল্যাগ ১৯৩১ পর্যন্ত চলেছিল।

১৯৩১ সালে অকালী দল জানায় যে, তাদের শিখ ধর্মাবলম্বীদের কথা মাথায় রেখে পতাকাতে তাদের স্থান থাকতে হবে, আর সে রং হবে গেরুয়া। কিন্তু তদানিন্তন কংগ্রেসের মন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু বলেন যে, এইভাবে চলতে থাকলে তবে সব ধর্মাবলম্বীদেরই আমাদের পতাকায় জায়গা দিতে হয়, আর তা হতে পারে না।

এছাড়াও এই সময়েই অর্থাৎ ১৯৩১-এ অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় লেখেন যে, যে পতাকা তৈরী হবে তার সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা করা যাবে না, যারা করবেন তারা হবেন অ্যান্টি ন্যাশনাল এবং ফ্ল্যাগের রং হওয়া উচিত লম্বালম্বি। এর সঙ্গেই তিনি বলেন চরকার জায়গায় চক্র নিয়ে আসা হোক, যা অগ্রগতির কথা বলে। কিন্তু তার এই পরামর্শ মানা হয়নি।

এমতাবস্থায়, করাচীর কংগ্রেসের অধিবেশনে একটি ফ্ল্যাগ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই ফ্ল্যাগ কমিটি এরপর একটি সমীক্ষার আয়োজন করে, যেখানে তিনটি প্রশ্নের ভিত্তিতে পতাকা গঠন করা হবে সে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই তিনটি প্রশ্ন ছিল

১। জাতীয় পতাকা ডিজাইন সম্পর্কে আপনার প্রদেশের কোন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন কোন অনুভূতি কি আছে যা কমিটির বিবেচনা করা উচিত ?

২। পতাকাটিকে জনপ্রিয় করার জন্য আপনার কাছে কোন সুনির্দিষ্ট পরামর্শ আছে কি?

৩। বর্তমান প্রচলিত পতাকার ডিজাইনে কোন ত্রুটি আছে কি, যার প্রতি আমাদের নজর দেওয়া উচিত?

এরপর ফ্ল্যাগ কমিটি থেকে তৈরি করা হয় একটি পতাকা যেটি ছিল সম্পূর্ণ গৈরিক একটি পতাকা, সঙ্গে কোনায় একটি চাকা। তা সঙ্গে সঙ্গেই বাতিল করে দেওয়া হয়। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি এই সময়ে একটি ফ্ল্যাগ ডিজাইন করে। সেখানে ওপরে গেরুয়া, মাঝে সাদা ও নীচে সবুজ এবং মাঝে চরকা, শুধু সাদার মধ্যে। এটিই ১৯৪৭-এর স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়। স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত কংগ্রেসের পতাকা ও দেশের পতাকা ছিল একই। কংগ্রেসের পতাকাকেই জাতীয় পতাকা হিসেবে ধরে নেওয়া হত।

ভারতের জাতীয় পতাকা ও বি আর আম্বেদকর এর ভূমিকা

১৯৪৭-এর স্বাধীনতার আগে আরেকটি ফ্ল্যাগ কমিটি তৈরী হয় ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সভাপতিত্বে জুন মাসে। এই কমিটিতে বি আর আম্বেদকর থেকে সরোজিনী নাইডু এবং আরো অনেকে ছিলেন। সে সময়ে হরিজন কাগজে, ৬ই জুলাই ১৯৪৭-এ, নাগপুরের এস ডি কালেলকর একটি লেখা লেখেন এ থটফুল সাজেশন বলে। সেখানে তিনি চক্রের জায়গায় অশোক চক্র ব্যবহার করা যেতে পারে সে কথা বলেন।

১৭ই জুলাই কংগ্রেসের সেই ফ্ল্যাগ কমিটির শেষ মিটিং হয়। এবং বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে সেই মিটিং-এ কংগ্রেস নেতা বি আর আম্বেদকরই অশোক চক্রের ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেন। কেননা স্বাধীনতার পরে যখন বি আর আম্বেদকর তার নিজের দল রিপাবলিক পার্টি তৈরী করেন সেই ফ্ল্যাগের রং ছিল নীল এবং মাঝে অশোক স্তম্ভ। সেই মিটিং-এর ডেপুটি সেক্রেটারি ছিলেন বদ্রুদ্দিন তায়েবজী। তার স্ত্রী সুরাইয়া তায়েব এই ভাবনার কথা মাথায় রেখে একটি ফ্ল্যাগ তৈরী করে ফেলেন। কিন্তু এটা আনুমানিক। এবং সর্বোপরি ১৯৪৭ সালের ২২শে জুলাই-এর অধিবেশনে রাধাকৃষ্ণন এই পতাকা উত্তোলন করেন এবং এই পতাকাকেই ভারতের জাতীয় পতাকার স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

ভারতের জাতীয় পতাকা ডিজাইন করেছিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেনও

এই সময়েই লর্ড মাউন্টব্যাটেন এসেছিলেন ব্রিটিশদের পক্ষ থেকে গভর্নর জেনারেল হয়ে, ভারতের স্বাধীনতার চুক্তি স্বাক্ষর করাতে। সে সময়ে ঠিক করা হয়েছিল যে, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে এই স্বাধীনতা দেওয়া হবে। এই সময়ে মাউন্টব্যাটেনও দুটি পতাকা ডিজাইন করেছিলেন ২৪শে জুন, ফ্ল্যাগ কমিটি গঠনের দুদিনের মধ্যে, একটি ভারতবর্ষের জন্য ও অন্যটি পাকিস্তানের জন্য। দুটিতেই ফ্ল্যাগের বামদিকের কোনায় ছিল যুক্তরাজ্যের পতাকা। শেখর চক্রবর্তী জানান, স্বাভাবিকভাবেই মহম্মদ আলি জিন্না এই ফ্ল্যাগ মেনে নেয়নি, কিন্তু গান্ধীজীর এই ফ্ল্যাগ নিয়ে কোন অসুবিধা ছিল না, তা তিনি হরিজন পত্রিকাতে লিখেওছিলেন। পন্ডিত নেহেরু গান্ধীজিকে দেশবাসীর প্রতিক্রিয়া জানান যে, তারা এই ফ্ল্যাগ মেনে নেবে না। এছাড়াও কংগ্রেসের বাকী নেতারাও এই ফ্ল্যাগের বিরোধিতা করেন।

সাময়িকী

মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা এবং মেঘালয়ের উপমুখ্যমন্ত্রী এস ধরের নেতৃত্বে সীমানা সমস্যা সমাধানের জন্য গঠিত আঞ্চলিক সমিতি দুটির বৈঠক

সমিতির সদস্যরা অসমের পশ্চিম কার্বি আংলং এবং মেঘালয়ের পশ্চিম জয়ন্তিয়া হিলস জেলার খান্দুলি এলাকা পরিদর্শন করে স্থানীয় এলাকাবাসীর মতামত নিয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে বলে মন্তব্য মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকার

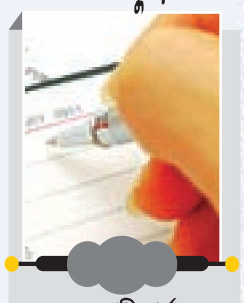

সব্যসাচী শর্মা
কলামিস্ট

অসম মেঘালয় সীমান্তের সমস্যা সমাধানের জন্য দুটি রাজ্যের সরকার বর্তমান সক্রিয় হয়ে উঠেছে। অসম মেঘালয় সীমান্তের খান্দুলি এলাকায় মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা এবং মেঘালয়ের উপমুখ্যমন্ত্রী এস ধরের নেতৃত্বে সীমানা সমস্যা সমাধানের জন্য গঠিত আঞ্চলিক সমিতি দুটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এরমধ্যে দুই রাজ্যের দুটি সমিতির সদস্যরা অসমের পশ্চিম কার্বি আংলং এবং মেঘালয়ের পশ্চিম জয়ন্তিয়া হিলস জেলার খান্দুলি এলাকা পরিদর্শন করে স্থানীয় এলাকাবাসীর মতামত নিয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে বলে জানালেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা।

অসম সরকারের মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা বুধবার অসাম মেঘালয় সীমান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য গঠিত আঞ্চলিক সমিতির অধ্যক্ষ হিসেবে সমিতির অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে মেঘালয়ের উপমুখ্যমন্ত্রী এস ধর তথা সেই রাজ্যের অন্যান্য অফিসারদের উপস্থিতিতে সীমান্ত এলাকা খান্দুলি সফর করে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে অংশ নিয়েছেন। অসমের পশ্চিম কার্বি আংলং এবং মেঘালয়ের পশ্চিম জয়ন্তিয়া হিলস জেলার মধ্যে থাকা সীমানা সমস্যা সমাধানের জন্য গঠন করে দেওয়া আঞ্চলিক সমিতি দুটির সদস্যরা প্রথমবারের জন্য এদিন যৌথভাবে বিবাদমান খান্দুলি এলাকা পরিদর্শন করেছেন। এরপর মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা এদিন মেঘালয়ের উপমুখ্যমন্ত্রী এস ধরের সঙ্গে এলাকাটির মেঘালয়ের দিকে থাকা স্থানীয় এলাকাবাসীর প্রতিনিধিদের কাছ থেকে স্মারকপত্র গ্রহণ করেছেন।

এরপর দুই রাজ্যের মন্ত্রী এবং উপমুখ্যমন্ত্রী সীমান্ত এলাকাগুলো পরিদর্শন করা ছাড়াও খান্দুলি স্থিত সীমান্ত পুলিশ থানায় আয়োজিত এক বৈঠকে দুই জেলার দুটি সমিতির সদস্যদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। এখানেই অসমের দিকের স্থানীয় ব্যক্তিদের বিভিন্ন দল সংগঠনের প্রতিনিধিরা মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা এবং মেঘালয়ের উপমুখ্যমন্ত্রী এস ধরকে তাদের সীমানা সমস্যা সংক্রান্তে স্মারকপত্র প্রদান করেছেন। মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা এদিনের সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন এবং বৈঠকের সময়ে নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন দুটি আঞ্চলিক সমিতি অতি শীঘ্র পুনরায় একবার এই এলাকা সফর করে স্থানীয় ব্যক্তিদের মতামত গ্রহণ করবে। স্থানীয় ব্যক্তিদের মতামতের উপর ভিত্তি করে এবং সাংবিধানিক সীমানার উপর বিবেচনা করে দুটি সমিতি দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে প্রতিবেদন দাখিল করবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। অন্যদিকে তিনি বলেন প্রতিবেশী রাজ্য দুটির মধ্যে অনেকটা সীমান্ত সমস্যা ইতিমধ্যে সমাধান হয়েছে। বাকি থাকা স্থানগুলোর সীমান্ত সমস্যা সমাধান শীঘ্রই সম্ভবপর হয়ে উঠবে বলে দৃঢ়তার সঙ্গে নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা।

এরপর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা বলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে রাজ্য সরকার প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর সঙ্গে থাকা সীমান্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য প্রাথমিকতা দিয়ে আন্তরিকভাবে কাজ করে চলেছে। তিনি বলেন অসম এবং মেঘালয়ের বাসিন্দারা পরস্পরের মধ্যে ভাতৃত্ববোধের সঙ্গে বসবাস করে আসছেন। রাজ্য দুটি মুখ্যমন্ত্রী দুজনের আন্তরিক সদিচ্ছার জন্য সীমান্ত সংক্রান্তীয় যে সমস্ত পার্থক্য কিংবা বিভেদ রয়েছে সেটাও অতি শীঘ্র সমাধান হবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন তিনি। মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকার নেতৃত্বে এদিনের সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন এবং বৈঠকে অসমের বিধায়ক রুপসিং টেরন, অসীম সরকারের রাজস্ব এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রধান সচিব জিডি ত্রিপাঠী, বিভাগীয় সচিব, পশ্চিম কার্বি আংলং জেলার কমিশনার এবং পুলিশ সুপার প্রমুখ অংশগ্রহণ করেছেন। একইভাবে এই বৈঠকে মেঘালয়ের উপমুখ্যমন্ত্রী এস ধরের সঙ্গে সেই রাজ্যের বেশ কয়েকজন শীর্ষ অফিসার উপস্থিত ছিলেন।

পাঠকের চিঠি

কান চলচ্চিত্র উৎসবে ছবি প্রদর্শনের দায়ে নির্মাতাকে শাস্তি দিল ইরান

ইরানের স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে জানা যায়, গত বছর কান চলচ্চিত্র উৎসবে 'লেইলাস ব্রাদার্স' ছবিটি প্রদর্শনের দায়ে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সাঈদ রুস্তাইকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়েছে একটি আদালত। তেহরানের অর্থনৈতিক দুর্দশার সঙ্গে লড়াই করা একটি পরিবারের সমৃদ্ধ ও জটিল গল্প 'লেইলাস ব্রাদার্স' ।গত বছর ছবিটি মুক্তি পাওয়ার পর থেকে ইরানে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ছবিটি গত বছরের কান উৎসবে পাম ডি'অরের জন্য প্রতিযোগিতায় ছিল। এটি সর্বোচ্চ পুরস্কার না পেলেও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র সমালোচক ফেডারেশন পুরস্কার জিতে নিয়েছিল। মঙ্গলবার সংস্কারবাদী দৈনিক ইতেমাদ জানায়, রুস্তাই ও প্রযোজক জাভেদ নরুজবেগিকে কান চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটি প্রদর্শনের দায়ে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। রুস্তাই এবং নরুজবেগিকে ইসলামী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিরোধীদের প্রচারণায় অবদান রাখার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়। সরকারি গণমাধ্যম জানায়, লেইলাস ব্রাদার্স নিষিদ্ধ করার কারণ, এটি অনুমতি ছাড়াই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রবেশ করে নিয়ম ভঙ্গ করেছে এবং পরিচালক সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে এটি সংশোধন করতে অস্বীকার করেছেন। চিত্র নির্মাতা তার কারাদণ্ডের মধ্যে মাত্র ৯ দিন ভোগ করবেন। বাকি মেয়াদ ৫ বছরের জন্য স্থগিত রাখা হবে। ইতিমাদ এ তথ্য জানিয়ে বলেছে, চাইলে এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে। সাময়িক বরখাস্তের সময় আসামিদের জাতীয় ও নৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণ করে চলচ্চিত্র নির্মাণের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং অন্যান্য চলচ্চিত্র পেশাজীবীদের সঙ্গে মেলামেশা করা থেকে বিরত থাকতে হবে। ৩৪ বছর বয়সী রুস্তাই ২০১৯ সালে ইরানের মাদক সমস্যা এবং নৃশংস ও নিরর্থক পুলিশি প্রতিক্রিয়ার একটি আপোষহীন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নির্মিত ছবি 'জাস্ট ৬.৫' মুক্তির পর থেকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন।

রূপা দাস,রাঁচি

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এইচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

রেলওয়ের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রেকর্ড বিনিয়োগ

সব্যসাচী দে

মালিগাঁও : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কিত ক্যাবিনেট কমিটি রেল মন্ত্রকের প্রায় ৩২,৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ের সাতটি প্রকল্পে অনুমোদন জানিয়েছে, এই প্রকল্পগুলির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ১০০ শতাংশ তহবিল প্রদান করা হবে। এই মাল্টিট্র্যাকিঙের প্রস্তাবগুলি ট্রেন চলাচল সহজ করে তুলবে এবং যানজট হ্রাস করবে, ভারতীয় রেলওয়ের ব্যস্ততম সেকশনগুলিতে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোমূলক উন্নয়ন প্রদান করবে।

এই সাতটি পরিকাঠামো প্রকল্প গড়ে উঠবে দেশের ৯টি রাজ্যের ৩৫টি জেলায়। রাজ্যগুলি হলো - উত্তরপ্রদেশ, বিহার, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গ। প্রকল্প রূপায়ণের কাজ সম্পূর্ণ হলে ভারতীয় রেলের নেটওয়ার্কে যুক্ত হবে আরও ২,৩৩৯ কিলোমিটার এবং কর্মসংস্থানের মাধ্যমে শ্রম দিবস সৃষ্টি হবে ৭.০৬ কোটি।

গোরখপুর ক্যান্ট.-বাল্মিকী নগর সেকশনের দ্বৈতকরণ দিল্লিহাওড়া গ্র্যান্ড কর্ড লাইনের মাধ্যমে উত্তর পূর্বাঞ্চলের দিকে যাওয়া-আসা করা ট্রেনগুলির একটি বিকল্পমূলক রুট হিসেবে কাজ করবে। এই বিকল্পমূলক রেল লিংকটি যানজট হ্রাস করবে, উত্তর পূর্বাঞ্চলের দিকে যাওয়া সংযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করবে এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের দিকে অধিক যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী ট্রেন চলাচলে সহায় করবে। গোরখপুর ক্যান্ট.-বাল্মিকী নগর সেকশনের দ্বৈতকরণ সম্পূর্ণ করতে আনুমানিক ১২৬৯ কোটি টাকা ব্যয় হবে। নারগুন্ডি-বারং ও খুর্দা রোড-বিজিয়ানগরম সেকশনে ৩য় লাইন স্থাপনের অন্য আরেকটি প্রকল্প শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ ভারতের দিকে ভ্রমণকারী উত্তর পূর্বাঞ্চলের মানুষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রুট হিসেবে কাজ করবে। এই সেকশনে কলকাতা থেকে চেন্নাই পর্যন্ত তীব্র যানজট হয়। সুতরাং, এই সেকশনে ৩য় লাইন স্থাপন করা হলে যানজট হ্রাস হবে এবং ট্রেন চলাচল বৃদ্ধি করবে। এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করতে আনুমানিক ৫০০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

যে রেলপথগুলিকে প্রস্তাবিত প্রকল্প রূপায়ণের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে সেখান দিয়ে খাদ্যশস্য, কৃষি সার, কয়লা, সিমেন্ট, ফ্লাইঅ্যাশ, লোহা, তৈরি ইস্পাত, ঝামা, অপরিশোধিত তেল, চুনাপাথর, ভোজ্যতেল সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী নিয়মিতভাবে পরিবহণ করা হয়। ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজের ফলে অতিরিক্তভাবে ২০০ এমটিপিএ (প্রতি বছর মিলিয়ন টন) যানবাহন চলাচল করবে। রেলওয়ে হলো পরিবহণের পরিবেশবান্ধব ও জ্বালানি সাশ্রয়ী একটি পদ্ধতি, যা জলবায়ুর লক্ষ্য অর্জন ও দেশের পরিবহণ ব্যয় হ্রাসের জন্য সহায়ক হয়ে উঠবে।

এই অঞ্চলে বহুমুখী কর্মশক্তি সৃষ্টি করে অঞ্চলের মানুষকে 'আত্মনির্ভর' করে তোলার যে দৃষ্টিভঙ্গী প্রধানমন্ত্রী গ্রহণ করেছেন তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই রেল প্রকল্পগুলি রূপায়িত হবে এবং মানুষের কর্মসংস্থানআত্ম কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করবে।

এই প্রকল্পগুলি মাল্টিমডেল সংযোগ স্থাপনের জন্য প্রধানমন্ত্রী গতি শক্তি জাতীয় মাস্টার প্ল্যান কর্মসূচির ফলাফল, যা সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে এবং মানুষ, পণ্য সামগ্রী ও পরিষেবার চলাচলের জন্য বাধাহীন সংযোগ প্রদান করবে।

দলীয় নেত্রী ইন্দ্রানী তহবিলদারের আত্মহত্যার ঘটনার পর রাজ্য বিজেপিতে তুলকালাম

নাম জড়িয়ে পড়ার পর অভিযোগ দাখিল প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্যের, দোষী বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা সভাপতি ভবেশ কলিতার, অনুরাগ চলিহার সাত দিনের পুলিশ হেফাজত

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) : বিজেপি নেত্রী ইন্দ্রানী তহবিলদারের আত্মহত্যার ঘটনায় জড়িত থাকার অপরাধে ইতিমধ্যে পুলিশ গ্রেফতার করা দলীয় নেতা অনুরাগ চলিহার সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই ঘটনার সঙ্গে নাম জড়িয়ে যাওয়ার জন্য তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে বলে জানিয়ে রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে লিখিত অভিযোগ পত্র দাখিল করেছেন প্রাক্তন মন্ত্রী, প্রাক্তন সভাপতি তথা বর্তমানের বিধায়ক সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য। এই ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে বলে উল্লেখ করে দলীয় অনুশাসন ভঙ্গ করা প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা। দলীয় নেতা অনুরাগ চলিয়ার সঙ্গে নিজের অন্তরঙ্গ ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যাওয়ার পর দলীয় নেত্রী ইন্দ্রানী তহবিলদার ইতিমধ্যে আত্মহত্যা করেছেন। তবে এই আত্মহত্যার ঘটনায় রাজ্য বিজেপিতে ঝড়ের সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে এই অঘটনকে কেন্দ্র করে গেরুয়া দলটির শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে তোলপাড় সৃষ্টি হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। ইতিমধ্যে এই ক্ষেত্রে সামাজিক মাধ্যমে বেশ কয়েকটি অডিও ভাইরাল হয়েছে। ভাইরাল হয়ে পড়া একটি অডিওতে নিযোগে কেলেঙ্কারির জড়িত হয়ে কারাবন্দি হয়ে অবশেষে সম্প্রতি কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া দলীয় নেতা দীবন ডেকা, রিয়া নামের এক মহিলা প্রাক্তন মন্ত্রী তথা পূর্ব গুয়াহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখ করেছেন। সেই অডিওতে দীবন ডেকা স্বয়ং প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যকে অনুরাগ চলিয়া এবং ইন্দ্রানী তহবিলদারের অন্তরঙ্গ ছবি দেওয়ার কথা বলেছেন। গুয়াহাটি মহানগরের বৈশিষ্ট স্থিত রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনে বুধবার স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়েছেন বিধায়ক সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য। এই বিষয়ে নিজের নাম জড়িত হওয়ার বিরুদ্ধে রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বকে এক্ষেত্রে লিখিতভাবে অভিযোগ দাখিল করেছেন তিনি। এরপর ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় তিনি বলেন ভাইরাল হয়ে পড়া অডিওতে দুই মহিলা এবং একজন পুরুষ তাকে ষড়যন্ত্রে জড়ানোর কথা বলছেন। এটা তার আত্মসম্মানে লেগেছে বলে উল্লেখ করেছেন সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য। তাছাড়া দীবন ডেকা তাকে অনুরাগ চলিয়া এবং ইন্দ্রানী তহবিলদারের অন্তরঙ্গ ছবি দেওয়ার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি। প্রাক্তন মন্ত্রী বলেন ছবি হাতে পাওয়ার পর সেখানে থাকা ইন্দ্রানী তহবিলদেরকে চিনতে পেরেছিলেন তিনি। তবে তার সঙ্গে থাকা পুরুষকে সনাক্ত করতে পারেননি তিনি। সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য বলেন তিনি দীবন ডেকাকে বলেছেন মাত্র দু মাস আগে কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর এভাবে অযথা কাণ্ডে কেন সে জড়িয়ে পড়ছে। তাছাড়া দীবন ডেকা আরো ৬ জনকে এই ছবি পাঠিয়েছেন। তবে তার হাত থেকে এটা ভাইরাল হয়নি বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। প্রাক্তন মন্ত্রী, প্রাক্তন সভাপতি তথা বর্তমানের বিধায়ক সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য বলেন ইন্দ্রানী তহবিলদারের মামলায় দুজন মহিলা এবং একজন পুরুষ ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে ষড়যন্ত্রে জড়াতে প্রচেষ্টা করেছেন। দুর্ভাগ্যজনক যে ঘটনা ঘটেছে সেটাতে তাকে জোড়ানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। এটা তিনি মেনে নিতে পারছেন না। এই ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে একমাত্র বিজেপিতে আগমন ঘটা একাংশ স্বঘোষিত নেতার জন্য। বর্তমান বিজেপিতে যে সে ব্যক্তি এসে ভিড় করেছেন। রান্না করা ভাতে রাঁধুনির অভাব হয় না। অথচ একসময় তিনি যখন প্রথম বিজেপি দলে ছিলেন তখন অন্যান্যরা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করেছে। কিন্তু এই দলকে কখনোই ছাড়েননি তিনি। সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য বলেন তিনি রাজ্য বিজেপির সভাপতি থাকাকালীন দলীয় সদস্য আড়াই লক্ষ থেকে ২৭ লক্ষ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তার কার্যকালে রাজ্য বিজেপিতে প্রথম কম্পিউটার এসেছিল। রাজ্য বিজেপির জন্য কোনো গাড়ির ব্যবস্থা ছিল না। অবশেষে একটি জিপের ব্যবস্থা করা হয়। উজানবাজারে দলীয় কার্যালয় থাকার সময় একটি সুমো গাড়ি ছিল। তার আগে দলীয় বৈঠকে অংশ নিতে নরেন্দ্র মোদি যে সময়ে গুয়াহাটি মহানগরে এসেছিলেন সেই সময় তাকে বিমানবন্দর থেকে নিয়ে আসার জন্য গাড়ি ছিল না। অবশেষে তিনি তার লাল রংয়ের বুলেটের পিছনে বসিয়ে নরেন্দ্র মোদিকে বিমানবন্দর থেকে বৈঠকের সভাকক্ষ পর্যন্ত নিয়ে এসেছিলেন বলে জানান বিধায়ক সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য। ফলে বর্তমানের রাজ্য বিজেপির নেতৃত্বকে পুরানো নেতাদের অভিজ্ঞতা ব্যবহার করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যের লিখিত অভিযোগ খতিয়ে দেখতে তথা এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার পাশাপাশি আগন্তুক দিনে মোর্চা গুলোর কার্যপ্রণালীর সঙ্গে সংগঠন তথা দলকে অধিক শক্তিশালী করার জন্য রাজ্য বিজেপির বিভিন্ন মোর্চার নেতাদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়েছেন সভাপতি ভবেশ কলিতা। এই বৈঠকে রাজ্য বিজেপির তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে নতুনভাবে নিযুক্তি পাওয়া ডি আর রবীন্দ্র রাজু অংশগ্রহণ করেছেন। তাছাড়া প্রতিটি মোর্চার সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং প্রভারিরা এই আলোচনায় শামিল হয়ে পরবর্তী পরিকল্পনা নিয়ে চর্চা করেছেন। বৈঠকে অংশ নেওয়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে রাজ্য বিজেপি সভাপতি বলেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য এক লিখিত অভিযোগ দাখিল করেছেন। এক্ষেত্রে তার অভিযোগ তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করে বিষয়টির তদন্ত করা হবে। দলীয় অনুশাসন ভঙ্গ করা প্রত্যেক ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছেন তিনি। রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা বলেন যাকে তাকে দলীয় সদস্য হিসাবে নিযুক্তি দেওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে প্রতিটি মোর্চাকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিজেপির সদস্যপদ দেওয়ার আগে সেই ব্যক্তির সম্পর্কে বিস্তারিত খতিয়ে দেখা হবে। তাছাড়া দলের প্রতিটি মোর্চাকে নতুন সদস্য ভর্তির পর সেই তালিকা রাজ্য কমিটির কাছে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। উল্লেখ্য ইন্দ্রানী তহবিলদারের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ছবি ভাইরাল হয়ে যাওয়ার জেরে বিজেপি নেত্রী আত্মহত্যা করার পর দলীয় নেতা অনুরাগ চলিহা আত্মগোপন করেছিলেন। তবে অবশেষে পুলিশ অনুরাগ চলিহাকে মহানগরের পার্শ্ববর্তী এলাকা ডিমরিয়া থেকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। এদিন তাকে মহানগরের সিজিএম আদালতে হাজির করিয়েছিল পুলিশ। এক্ষেত্রে আদালত বিজেপি নেতা অনুরাগ চলিহাকে সাত দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে। ইন্দ্রাণী তহবিলদারের আত্মহত্যার ঘটনার পর এই বিষয়ে নিত্য প্রতিদিন বিস্ফোরক তথ্য প্রকাশিত হচ্ছে। ভবিষ্যতে এই জল কত দূর গড়াবে সেটা নিয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। তবে এই ঘটনার ক্ষেত্রে পুলিশ এবং বিজেপি নেতৃত্ব নিজস্বভাবে তদন্ত অব্যাহত রেখেছে।

মেদবহুল পুলিশ কর্মী এবং জওয়ানদের খুঁজে বের করতে বিভাগীয় বিএমআই পরীক্ষা শুরু

রাজ্যের ৬৭ হাজার পুলিশ কর্মীদের শারীরিক দক্ষতা বজায় রাখতে প্রতিবছর এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে বলে মন্তব্য ডিজিপি জিপি সিংহের

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি : মেদবহুল পুলিশ কর্মী এবং জওয়ানদের সাবধান হওয়ার সময় চলে এসেছে। কারণ এই মেদবহুল পুলিশ কর্মী এবং জওয়ানদের একপ্রকার চিহ্নিত করার জন্য অবশেষে শুরু হয়েছে বডি ম্যানেজমেন্ট ইনডেক্স (বিএমআই) পরীক্ষা। আগামী ৩১ আগস্ট পর্যন্ত রাজ্যের প্রত্যেক পুলিশ কর্মী এবং জওয়ানদের এই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হবে। রাজ্যের ৬৭ হাজার পুলিশ কর্মীদের শারীরিক দক্ষতা বজায় রাখতে প্রতিবছর এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা করেছেন ডিজিপি জিপি সিংহ।

প্রসঙ্গত গুয়াহাটি মহানগরের কাহিনীপাড়া স্থিত চতুর্থ অসম পুলিশ ব্যাটেলিয়ানের ড্রিলশেডে বুধবার সকাল ন'টা নাগাদ অনুষ্ঠিত বিএমআই পরীক্ষায় প্রথম অবতীর্ণ হয়েছেন ডিজিপি জিপি সিংহ। তার বিএমআই বেরিয়েছে ২৫। এভাবে রাজ্যের ৩৫ টি স্থানে পুলিশ কর্মী এবং জওয়ানদের জন্য বিএমআই পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছে। এই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে ডিজিপি জিপি সিংহ বলেছেন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে গত ১৫ মে এই ধরনের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রত্যেক পুলিশ কর্মী এবং জওয়ানদের নিজেদের ফিট করে নেওয়ার জন্য তিন মাসের সময়সীমা দেওয়া হয়েছিল। এই তিন মাস সময় পার হওয়ার পর অবশেষে পুলিশ কর্মী এবং জওয়ানদের জন্য এই পরীক্ষা এই দিন থেকে শুরু হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

ডিজিপি জ্ঞানেন্দ্র প্রতাপ সিংহ বলেন এমনিতে গত এক বছর ধরে প্রতিটি পুলিশের ব্যাটেলিয়ান থানা ইত্যাদিতে নিয়মিতভাবে পিটি এক্সারসাইজ শুরু করা হয়েছে। তাছাড়া পুলিশ কর্মীদের শারীরিকভাবে দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলার স্বার্থে বিএমআই পরীক্ষা আয়োজনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে একটি ব্যক্তিগত সংস্থাকে জড়িত করা হয়েছে। এই সংস্থা রাজ্য পুলিশের ৬৭ হাজার পুলিশ কর্মীদের যাবতীয় তথ্য একত্রিত করেছে। অর্থাৎ প্রত্যেকের নাম, ঠিকানা, কোথায় পোস্টিং রয়েছে, কবে থেকে চাকরি শুরু ইত্যাদি তথ্য সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। এবার সেখানে বিএমআই এর তথ্য জুড়ে দেওয়া হবে। সে পুলিশ কর্মীর উচ্চতা, ওজন ইত্যাদি বিষয় সেই ডেটাবেসে থাকবে বলে জানান তিনি। ডিজিপি জিপি সিংহ বলেন এবারের বিএমআই তথ্য সংগ্রহ করার সময় সিসিটিভি এবং রেকর্ডিং এর ব্যবস্থা রয়েছে। প্রত্যেকের ওজন উচ্চতা মুখে বলে সেটাও রেকর্ডিং হচ্ছে। পরবর্তীকালে যাতে কোনো ধরনের বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয় সেই উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তিনি বলেন এবার শুধুমাত্র বিএমআই তথ্য নেওয়া হলেও পরের বছর এই পরীক্ষার সঙ্গে ব্লাড প্রেসার এবং গ্লুকোজ পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হবে। এই তথ্য পুলিশ কর্মীদের ডেটাবেসে সংলগ্ন হয়ে থাকবে। তার ঠিক পরের বছর থেকে বিএমআই পরীক্ষার সময় এমআরআই সিটি স্ক্যান এবং এক্সরে মেশিন জুড়ে দেওয়া হবে। সেটার তথ্যও একইভাবে ডেটাবেসে সন্নিবিষ্ট করা হবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। ডিজিপি জিপি সিংহ বলেন একমাত্র পুলিশ কর্মী এবং জওয়ানদের শারীরিকভাবে ফিট হিসাবে গড়ে তোলা লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে পুলিশ কর্মী এবং জওয়ানদের রেস্টুরেন্টে গিয়ে সিঙ্গারা মিষ্টি না খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। তাছাড়া অধিক চিনি লবণ এবং তেল জাতীয় খাদ্য এড়ানোর জন্য পরামর্শ দিয়েছেন ডিজিপি জিপি সিংহ। তিনি বলেন বাড়ি থেকে টিফিনের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত ফলদায়ক এক পদক্ষেপ। ফলে সম্ভব হলে বাড়ি থেকে টিফিন আনার জন্য পুলিশ কর্মী এবং জওয়ানদের আহ্বান জানিয়েছেন অসম পুলিশ কর্তা।

অন্যদিকে সম্প্রতি একাংশ পুলিশের মৃত্যু নিয়ে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে ডিজিপি জিপি সিংহ বলেন কেন এই ধরনের মৃত্যু হচ্ছে সেটার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সম্পূর্ণ বিষয়টি খতিয়ে দেখার পরেই জানা যাবে এভাবে ৩-৪ জন পুলিশের মৃত্যু আর পিছনের কারণ কি। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মহানগরের খানাপাড়ায় আয়োজিত প্যারেডের অনুশীলনে মৃত্যুবরণ করা কোকিল দত্তকে শারীরিক পরীক্ষা করানো হয়েছিল। সেখানে কিছুই ধরা পড়েনি বলে জানান তিনি। ডিজিপি জিপি সিংহ বলেন সেদিন কোকিল দত্ত শারীরিকভাবে অসুস্থতা অনুভব করার জন্য তাকে প্যারেডের অনুশীলনে অংশ নিতে দেওয়া হয়নি। তিনি পাশে একটি চেয়ারে বসে ছিলেন। এরপরেও কোকিল দত্তের মৃত্যু হওয়ার বিষয়টি তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না বলে জানান ডিজিপি। তিনি বলেন মাথায় টুপি পড়ে ফেরেদে অংশ নিলে একাংশ পুলিশের মাথা ঘুরিয়ে ঢলে পড়ার নানা খবর পাওয়া যায়। তবে এটা শুধু অসমে হচ্ছে এটা নয়, বরং ন্যাশনাল পুলিশ একাডেমিতে এই ধরনের ঘটনা তিনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছেন বলে জানান ডিজিপি জিপি সিংহ।

রাজ্যের ৭৫০৪ বিঘা সত্রের জমি বেদখল

সত্র আয়োগের বিস্ফোরক তথ্য প্রকাশ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি : রাজ্যের সরকারি জমি বেদখল মুক্ত করার স্বার্থে দীর্ঘদিন ধরে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। তবে শুধুমাত্র সরকারি জমি নয় রাজ্যের বিভিন্ন বনাঞ্চল বর্তমান বেদখলের কবলে পড়েছে। মূলত সন্দেহযুক্ত নাগরিকদের মাধ্যমে এই বেদখল প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে বলে সমাজের সচেতন মহল দাবি করেছে। সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে এবার রাজ্যের বিভিন্ন সত্রের জমি বেদখল হওয়ার তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। সত্র আযোগের তথ্য অনুসারে রাজ্যের বিভিন্ন সত্রের ৭৫০৪ বিঘা জমি বেদখল হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রসঙ্গত মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে রাজ্যে সরকার গঠন হওয়ার পর থেকে বেদখলের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান শুরু হয়েছে। বিশেষ পরে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় অর্থাৎ গরুখুঁটি, বুড়াচাপরি, গুয়াহাটি মহানগরের সিলসাকো এলাকায় রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ব্যাপকভাবে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করেছেন বেদখলের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত থাকবে। এমনকি গোয়ালপাড়ায় ভবিষ্যতে ব্যাপক উচ্ছেদ অভিযান চালানো হবে বলে ইতিমধ্যে ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। বিষয়টি ঘিরে কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ ইতিমধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর স্থিতি নিয়ে না না রাজনীতি আন্দোলন কার্যসূচি পালন করেছে। বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া ইতিমধ্যে উচ্ছেদ অভিযানে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পুনর সংস্থাপনের দাবিতে আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন। এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল বিভিন্ন সময়ে সরকারের উচ্ছেদ অভিযানের সমালোচনা করেছেন। তবে এই পরিস্থিতির মধ্যেই রাজ্যের ৭৫০৪ বিঘা সত্রের জমি বেদখল হওয়ার তথ্য প্রকাশ পাওয়ার পর প্রত্যেকের চোখ কপালে উঠেছে। সত্র আযোগের প্রকাশ করা তথ্য অনুযায়ী রাজ্যের দশটি সত্রের জমি বেদখল হয়েছে। সর্বাধিক বরপেটা জেলায় ৫৫৪৫ বিঘা জমি বেদখল হয়েছে বলে জানা গেছে। একইভাবে বঙাইগাঁও জেলায় বেদখল হয়েছে ২১৪ বিঘা ৪ কাটা সত্রের জমি। ধুবড়ি জেলায় বেদখল হয়েছে ২০০ বিঘা জমি। গোয়ালপাড়া জেলায় ২৪ বিঘা ১ কাটা সত্রের জমি বেদখল হয়েছে। যোরহাট জেলায় ৯০ বিঘা জমি এবং কামরূপ জেলায় ১৯ বিঘা ১ কাটা সত্রের জমি বেদখল হওয়ার তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। অন্যদিকে লক্ষ্মীমপুর জেলার ৫৬০ বিঘা জমি বেদখল হয়েছে। মাজুলীতে ৩৪৪ বিঘা সত্রের জমি বেদখল হয়েছে বলে তথ্যে প্রকাশ পেয়েছে। একইভাবে মরিগাঁও জেলায় ৬ বিঘা জমি এবং নগাঁও জেলায় ৪০১ বিঘা ৩ কাটা সত্রের জমি বেদখল হয়েছে বলে জানা গেছে।

সর্বাধিক বেদখলের কবলে পড়া বরপেটা জেলার কোবাইকাটা পিরলা সত্রের জমি বেদখল হয়েছে বলে সত্র আযোগের তথ্যে প্রকাশ পেয়েছে। তাছাড়া একই জেলার বরদোয়া, পাটবাউসি, শলগুরি, নারোয়া সত্রের জমি বেদখল হয়েছে। একইভাবে বেদখলকারীর কবলে রয়েছে সুন্দরীদিয়া সত্রের ২৮২ বিঘা জমি। এই তথ্য ছাড়াও অন্যান্য জেলার বিভিন্ন সত্রের জমি সন্দেহযুক্ত নাগরিকরা দখল করে রেখেছে বলে বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশ পেয়েছে। রাজ্য সরকারের কাছে সত্র আযোগের তথ্যে জমা পড়ার পর এবার নিকট ভবিষ্যতে বিভিন্ন সত্রের জমি বেদখল করা স্বার্থে অভিযান চলবে বলে মনে করা হচ্ছে। ফলে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বাধীন সরকার অতি শীঘ্র সত্রের জমি বেদখল মুক্ত করার উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ নিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

মেসি কেন উয়েফার বর্ষসেরার দৌড়ে

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ নাটকীয় কিছু না ঘটলে লিওনেল মেসির ইউরোপীয় ফুটবল অধ্যায় শেষ। প্রায় দুই দশক বার্সেলোনা ও পিএসজিতে কাটিয়ে আর্জেন্টাইন অধিনায়ক চলে গেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ফুটবলে। তবে চলে যাওয়ার আগে সর্বশেষ মৌসুমে যে ছাপ রেখেছেন, তাতে ইউরোপীয় ফুটবলের বড় এক অর্জন হাতছানি দিচ্ছে মেসিকে। উয়েফার ২০২২-২৩ মৌসুমের বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের সেরা তিনে মনোনয়ন পেয়েছেন মেসি। তাঁর সঙ্গে সেরার দৌড়ে আছেন চ্যাম্পিয়নস লিগজয়ী ম্যানচেস্টার সিটির দুই ফুটবলার আর্লিং হলান্ড ও কেভিন ডি ব্রুইনা। উয়েফা বর্ষসেরার পুরস্কারের জন্য প্রথমে সংস্থাটির টেকনিক্যাল স্টাডি গ্রুপ ক্লাব ও জাতীয় দলের পারফরম্যান্স বিবেচনায় নিয়ে একটি প্রাথমিক তালিকা তৈরি করে দেয়। তালিকায় থাকা খেলোয়াড়দের ভোট দেন উয়েফা আয়োজিত প্রতিযোগিতা চ্যাম্পিয়নস লিগ, ইউরোপা লিগ ও কনফারেন্স লিগের প্রথম রাউন্ডে খেলা দলগুলোর কোচ, নির্বাচক ও নির্বাচিত সাংবাদিকেরা।

এবার সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছেন হলান্ড, মেসি ও ডি ব্রুইনা। বেশি ভোট পাওয়ার তালিকার সেরা তিনে মেসিকে দেখে অনেকে অবাক হতে পারেন। শেষ মৌসুমে পিএসজির হয়ে লিগ আঁ জিতলেও চ্যাম্পিয়নস লিগে অর্জন নেই মেসির। তাঁর দল পিএসজি দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে বাদ পড়ে। যদিও ৭ ম্যাচ খেলে ৪ গোলের পাশাপাশি ৪ গোলে সাহায্য করে মেসি ছিলেন ছন্দেই। একটিতে হন ম্যাচসেরাও।

উয়েফার ওয়েবসাইটে মেসির মনোনয়নে থাকার বিষয়ে বলা হয়, 'যদিও মৌসুম শেষ করেছেন পিএসজির হয়ে দ্বিতীয় লিগ আঁ ট্রফি দিয়ে, তবে আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্বকাপ জয়ই সত্যিকারের দৃষ্টি কেড়েছে। প্রজন্মের আইকন হিসেবে ডিয়েগো ম্যারাডোনার পর প্রথম আর্জেন্টাইন হিসেবে বিশ্বকাপের ট্রফি হাতে তুলেছেন মেসি, বিশ্বকাপে সাতটি গোল করেছেন, জিতেছেন গোল্ডেন বলের পুরস্কার। মার্চে ইতিহাসের তৃতীয় খেলোয়াড় হিসেবে ১০০তম আন্তর্জাতিক গোলের মাইলফলকও স্পর্শ করেন।'

মেসি ছাড়া সেরার মনোনয়ন পাওয়া বাকি দুজন অবশ্য চ্যাম্পিয়নস লিগ দিয়েই সেরার তালিকায় এসেছেন। নরওয়েজীয় তারকা সিটিতে যোগ দেওয়া প্রথম মৌসুমেই করেন ৫২ গোল, যার মধ্যে চ্যাম্পিয়নস লিগে ১২টি, প্রিমিয়ার লিগে ৩৬টি। হলান্ডের এই 'গোলমেশিন' হয়ে ওঠার পেছনে অন্যতম অবদান ছিল ডি ব্রুইনার। ৩২ বছর বয়সী এই বেলজিয়ান মিডফিল্ডার প্রিমিয়ার লিগে ১৬টি ও চ্যাম্পিয়নস লিগে ৭টি অ্যাসিস্ট করেন। এই দুই প্রতিযোগিতায় গোলও করেন ৯টি।

ডি ব্রুইনা, হলান্ড আর মেসির পর চতুর্থ ও পঞ্চম সর্বোচ্চ ভোট পাওয়া দুজনও ম্যানচেস্টার সিটির। ট্রেবলজয়ী দলের অধিনায়ক ইলকায় গুনদোয়ান পান মোট ১২৯ পয়েন্ট। সেরা তিনে মনোনয়ন না পাওয়াকে দুর্ভাগ্য ভাবতে পারেন তাঁর সতীর্থ রদ্রি। ২৮ বছর বয়সী এই স্প্যানিশ মিডফিল্ডার চ্যাম্পিয়নস লিগের মৌসুমসেরা ও ফাইনালসেরা। পাশাপাশি উয়েফা নেশনস লিগজয়ী স্পেন দলেও ছিলেন। মোট ১১০ ভোট পেয়ে রদ্রি হয়েছেন পঞ্চম।

বিশ্বকাপ ফাইনালে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করা কিলিয়ান এমবাপ্পে পেয়েছেন ৮২ ভোট, তালিকার ছয় নম্বরে। সেরা দশে থাকা অন্য চার খেলোয়াড় হচ্ছেন লুকা মদরিচ (৩৩ পয়েন্ট), মার্সেলো ব্রজোভিচ (২০ পয়েন্ট), ডেকলান রাইস (১৪ পয়েন্ট) ও অ্যালেক্সিস মাক অ্যালিস্টার (১২ পয়েন্ট)।

বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের পাশাপাশি বর্ষসেরা কোচের সেরা তিনের নামও প্রকাশ করেছে উয়েফা। এই তিনজন হচ্ছেন ম্যানচেস্টার সিটির পেপ গার্দিওলা, ইন্টার মিলানের সিমন ইনজাগি এবং নাপোলির লুসিয়ানো স্পালেত্তি। ৩১ আগস্ট মোনাকোয় চ্যাম্পিয়নস লিগের গ্রুপ পর্বের ড্র অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হবে।

নেইমারের চাওয়া ঃ২৫ কক্ষের বাড়ি, ৮টি গাড়ি, ব্যক্তিগত বিমান....

রিয়াদ ঃ আল হিলালে নেইমার বেতন পাবেন বছরে ১০ কোটি ইউরো। আল নাসরে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো আর আল ইত্তিহাদে করিম বেনজেমা যা পাবেন, তার চেয়ে কম। কিন্তু আল হিলাল থেকে নানা ধরনের সুবিধা আদায় করে নিয়েছেন নেইমার।

এই সুবিধার মধ্যে আছে থাকার জন্য বিশাল বাড়ি, বিলাসবহুল গাড়ি আর ব্যক্তিগত বিমান। দৈনন্দিন কাজের জন্য সহকারীর মতো বিষয়গুলো তো আছেই, আছে ছুটি কাটানোর সময় খরচ বহনের অপ্রচলিত সুবিধার দাবিও। সব মিলিয়ে আল হিলালের কাছে নেইমারের চাওয়ার ফর্দটা বেশ লম্বা। সেই ফর্দে কী আছে, তা নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যুক্তরাজ্যের সংবাদমাধ্যম দ্য সান।

জেনে নিন, কী কী চেয়েছেন নেইমার

২৫ কক্ষের বাড়ি

৫, ১০ বা ১৫ নয়, ২৫ কক্ষের বাড়ি চেয়েছেন নেইমার। উদ্দেশ্য পরিষ্কার, এই তারকা সব সময়ই পরিবার ও বন্ধুদের আশপাশে রাখতে চান। এই ২৫ কক্ষের বাড়িতে কেমন পুল থাকতে হবে, সেটিও জানিয়ে দিয়েছেন-আয়তন হবে ৪০ গুণিতক ১০ মিটার। বাড়ি নিয়ে দাবি এখানেই শেষ নয়। বাড়িতে থাকতে হবে তিনটি সনা। ২৪ ঘণ্টা কাজ করার জন্য সহকারী দিতে হবে পাঁচজন, ব্রাজিল থেকে আনা ব্যক্তিগত পাচকের জন্য দিতে হবে একজন সহকারী আর ঘরদোর পরিষ্কার রাখার জন্য ক্লিনিং অপারেটর রাখতে হবে দুজন। এ ছাড়া এমন একটা ফ্রিজও চাওয়া হয়েছে, যেখানে নেইমারের পছন্দের পানীয় আকাই জুস আর অতিথিদের জন্য দক্ষিণ আমেরিকান খাবার গুয়ারানা থাকবে সব সময়।

অনেক দিন ধরেই বিলাসবহুল গাড়ি ব্যবহার করে অভ্যস্ত নেইমার। তাঁর সংগ্রহে এক্সক্লুসিভ মডেলের কয়েকটি গাড়ি আছে। এগুলো অবশ্য সৌদি আরবে নিয়ে যাবেন না। আল হিলালই তাঁর গাড়ির ব্যবস্থা করবে বলে জানিয়েছে। নেইমারের জন্য তিনটিই ভালো মানের স্পোর্টস কার প্রস্তুত রাখছে আল হিলাল। একটি বেন্টলি কন্টিনেন্টাল জিপি, একটি অ্যাস্টন মার্টিন ডিবিএক্স আর অন্যটি ল্যাম্বরগিনি হুরাকান। এ ছাড়া চারটি মার্সিডিজ জি ওয়াগন, একটি করে জার্মান ব্র্যান্ডের এসইউভি ও ভ্যানের দাবিও জানিয়ে রেখেছেন নেইমার। বাড়ির সঙ্গে এই গাড়িগুলো রাখার ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। সব মিলিয়ে মোট আটটি গাড়ি থাকছে নেইমারের জন্য। নেইমার ও তাঁর সঙ্গীসাথিদের জন্য দিনের ২৪ ঘণ্টা ও বছরে ৩৬৫ দিনই সেবা দেওয়ার জন্য একজন চালকও রাখতে হবে। দ্য সানের মতে, স্পোর্টস কারগুলোর দামই পাঁচ লাখ ইউরো পেরিয়ে যায়।

বেড়ানোর খরচও দিতে হবে ক্লাবকে

যে বেতন পাবেন, তাতে ছুটিতে এখানে-সেখানে ঘোরার মতো অর্থের অভাব থাকার কথা নয় নেইমারের। তবে এই খরচও তাঁকে করতে হবে না। নেইমারের ঘোরাঘুরির খরচ আল হিলালই দিতে রাজি হয়েছে। নেইমার যেসব জায়গায় বেড়াতে যাবেন, যেসব হোটেল-রেস্তোরাঁয় থাকবেন-খাবেন এবং বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করবেন-সব ধরনের খরচের বিলই চলে যাবে আল হিলালের কাছে। ক্লাব কর্তৃপক্ষ সেটা পরিশোধ করবে। এ ছাড়া নেইমার ও তাঁর পরিবারের যাতায়াতের ব্যবস্থাও করবে আল হিলাল। সব সময় একটি ব্যক্তিগত বিমান থাকবে, যাতে যখন-তখন নেইমার ও পরিবার তা ব্যবহার করতে পারে।

আর নেইমারের এসব যাতায়াত ও ঘোরাঘুরি যদি সৌদি আরবের ভেতরে হয় এবং ইনস্টাগ্রাম পোস্টের মাধ্যমে দেশটির পর্যটনকে তুলে ধরেন, তাহলে আল হিলাল প্রতি পোস্টের জন্য বাড়তি পাঁচ লাখ ইউরোর বেশি দেবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নেইমারের অনুসারী আছেন ২১ কোটি ২০ লাখ। এরই মধ্যে আল হিলালে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে তিনটি পোস্ট করেছেন নেইমার, যেগুলো দুই কোটির বেশি 'লাইক' পেয়েছে।

ব্রাজিলিয়ানদের আরব্য রজনীর গল্প শুরু যাঁর হাত ধরে

লন্ডন ঃ প্রথমেই একটি গল্প। সত্যি না মিথ্যা, তা নির্ণয় প্রায় অসম্ভবই। তাই গল্প বলাই শ্রেয়। ২০১৯ সালে ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম 'ইউওএল'-এর ব্লগে সেই 'গল্প'ই বলেছিলেন ব্রাজিলের সংবাদকর্মী মিল্টন নেভেস। তাঁর শুরুটা ছিল এমন 'কথিত আছে...।' এখন যা 'কথিত' বা লোকমুখে প্রচলিত, তাকে সত্য বলে দাবি করাটা যেমন যৌক্তিক হয় না, তেমনি মিথ্যা বলেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বরং তা কথিত হিসেবেই থাক এবং গল্পটা শোনা যাক।

রিভেলিনো তখন সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলালে। স্ত্রী মায়শা ও বন্ধুদের নিয়ে একদিন রাতের খাবার খাচ্ছিলেন। এমন সময় এক আরব এসে পরিচয় দেন, তিনি প্রিন্স খালেদের দূত। রিভেলিনোকে আরব লোকটি বলেন, আল হিলালের মালিক (প্রিন্স খালেদ) প্রচুর টাকার বিনিময়ে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে একটি অন্তরঙ্গ রাত কাটাতে চান। বলা বাহুল্য, ব্রাজিলিয়ান ফুটবলের 'অ্যাটমিক কিক'খ্যাত রিভেলিনো রাগে ফেটে পড়েছিলেন এবং সেই দূতকে রেস্টুরেন্ট থেকে বের করে দেন।

ট্রান্সফারমার্কেট জানাচ্ছে, আল হিলালে মোট ৩১ জন ব্রাজিলিয়ান খেলেছেন। কিছু সংবাদমাধ্যমের দাবি ৩০ জন। সংখ্যাটা যাই হোক, প্রথম তো রিভেলিনোই, সেখান থেকে তাঁকে কেউ কখনো নড়াতে পারবে না। শুধু আল হিলালে প্রথম কেন, পেশাদার ফুটবল খেলতে মধ্যপ্রাচ্যে যাওয়া প্রথম ব্রাজিলিয়ানও রিভেলিনো, যা পরে দক্ষিণ আমেরিকান অনেক খেলোয়াড় ও কোচদের দ্বার খুলে দিয়েছিল।

কিছুদিন পরের কথা। আল হিলালের অনুশীলন সেশনে ছিলেন রিভেলিনো। রাগটা পুষে রেখেছিলেন আর তা মেটানোর সুযোগও পেয়ে গেলেন সেদিনই! অনুশীলনের সময় খেয়াল করলেন গ্যালারিতে বসে আছেন স্বয়ং প্রিন্স খালেদ। আর যায় কোথায়! প্রিন্সকে তাক করে কামান দাগার মতো দাগলেন 'অ্যাটমিক কিক'। শুটিংয়ে রিভেলিনোর অব্যর্থ নিশানা নিয়ে কখনোই সন্দেহ ছিল না, আর এ যাত্রায়ও তিনি হতাশ করলেন না। কিন্তু বিপদটা বুঝতে পেরেছিলেন। সৌদি আরবে কিছু বন্ধু জুটেছিল। তাঁদের সহায়তায় ব্রাজিলে ফিরে আসেন। কিন্তু ক্লাবের মালিক প্রিন্স খালেদ তাঁকে ছাড়েননি। আল হিলালে থাকতে সাও পাওলোয় খেলার প্রস্তাব পেয়েছিলেন রিভেলিনো। যেতে পারেননি প্রিন্স খালেদের জন্য। অগত্যা ৩৫ বছর বয়সে আল হিলালেই অবসর নিতে হয়।

কথিত এই ঘটনার সত্যমিথ্যা নির্ণয় করবেন ফুটবলের ইতিহাসবেত্তারা। তবে ব্যাপারটি মাথায় রেখে বর্তমান প্রেক্ষাপটে তাকালে কারও কারও মনে খটকা লাগতে পারে। নেইমার আল হিলালে যোগ দেওয়ার পর তাঁকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন রিভেলিনো, 'গ্রেট নেইমার, আমি যে ক্লাবে তিন বছর সুখে ছিলাম, সেখানে পৃথিবীর সব সুখ তোমার জন্য কামনা করি। আশা করি, তুমি খুব সুখেই থাকবে এবং নিজের স্বপ্নটা কী, তা বুঝতে পারবে। সেখানকার অসাধারণ সমর্থকদের তুমি আনন্দে রাখবে বলেই আমার বিশ্বাস।'

কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন, আল হিলালে অমন স্মৃতি থাকলে রিভেলিনো কেন 'আমি যে ক্লাবে তিন বছর সুখে ছিলাম' কথাটা বলবেন? নিছক সৌজন্যতা? হতে পারে। তবে আল হিলালের ভক্তরা রিভেলিনোকে মনে রেখেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি দাবি উঠেছে-আল হিলালের সমর্থকেরা রিভেলিনোর নামে হ্যাশট্যাগ দিয়ে এ দাবিটা তুলেছেন। শনিবার নেইমারকে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দিতে পারে আল হিলাল। সেদিন সৌদি ক্লাবটিতে খেলা প্রথম ব্রাজিলিয়ান (রিভেলিনো) ফুটবলারটি যেন নিজে উপস্থিত থেকে নেইমারকে এই ক্লাবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন, সেই দাবি তুলে প্রচারণা চালাচ্ছেন আল হিলালের সমর্থকেরা। রিভেলিনোর 'ওজন'টা তাঁরা জানেন বলেই হয়তো সেদিন তাঁরা তাঁকে ক্লাবে দেখতে চান। ব্রাজিলিয়ান ফুটবলের এই 'গোঁফওয়ালা' কিংবদন্তিকে নিয়ে ডিয়েগো ম্যারাডোনা একবার বলেছিলেন, 'ছোটবেলায় ব্রাজিলের খেলা দেখার সময় পেলেকে নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা ছিল না। আমি দেখতাম মাঠের অন্য প্রান্তে রিভেলিনোকে। আমি যেমন ফুটবলার হতে চেয়েছি, তার সবকিছু রিভেলিনোর মধ্যে ছিল।' এককথায়, রিভেলিনোকে আদর্শ মানতেন প্রয়াত আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি।

ওয়াশিংটন পোস্ট জানিয়েছে, ১৯৭৮ সালে সেই দলবদলে আল হিলালে মাসে ১০ হাজার ডলার পেতেন রিভেলিনো। আর দলবদল ফি হিসেবে ফ্লুমিনেন্সে পেয়েছিল ৭ লাখ ডলার, রিভেলিনোও পেয়েছিলেন ৭ লাখ ডলার। শুধু কি তাই, রিভেলিনো প্রিন্স খালেদের যে বাসভবনে থাকতেন, তার সব খরচ প্রিন্স নিজেই দিতেন এবং ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তির বাচ্চাদের স্কুলের খরচও দিয়েছেন। আর ম্যাচে ভালো খেললে তো উপহার ছিলই। জোড়া গোল কিংবা ফ্রি কিক থেকে গোল করলে অথবা আল হিলালের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে গোল করলে অনুশীলনের পর রিভেলিনো আবিষ্কার করতেন, তাঁকে স্বর্ণ ও হীরকখচিত ঘড়ি পাঠানো হয়েছে!

'৭০ বিশ্বকাপজয়ী রিভেলিনো বাঁকানো ফ্রি কিক, দূরপাল্লার শুটিং, নিখুঁত পাস, দূরদর্শিতা, ক্ষুরধার ড্রিবলিং ও অবিশ্বাস্য বল নিয়ন্ত্রণের জন্য খ্যাতি কুড়িয়েছেন। এখন 'ইলাস্টিকে' বা 'ফ্লিপ ফ্ল্যাপ' নামে যে ড্রিবলিং, সেটা ১৯৬৪ সালে করিন্থিয়ানসে থাকতে জাপানি বংশোদ্ভূত ব্রাজিলিয়ান সের্হিও ইশিগোর কাছ থেকে শিখে নিখুঁত বানিয়েছিলেন রিভেলিনো। তাঁর পায়েই জনপ্রিয় হয়েছিল এই ড্রিবলিং, যা পরে অনুকরণ করেছেন রোমারিও, রোনালদো, ম্যাজিকো গঞ্জালেস, রোনালদিনিও থেকে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোরা। আর ১৯৭০ বিশ্বকাপে চেকোশ্লোভাকিয়ার বিপক্ষে গোলার গতিতে ফ্রি কিকে গোল করার পর মেক্সিকান সমর্থকদের কাছ থেকে 'পাতাদা আতোমিকা' (অ্যাটমিক কিক) তকমাটা পেয়েছিলেন। '৭৪ ও '৭৮ বিশ্বকাপেও খেলেছেন রিভেলিনো। সর্বকালের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়দের তালিকায় তাঁর নামটা সহজেই উঠে আসে। দৃষ্টিনন্দন ফুটবলারদের তালিকায় থাকে ওপরের দিকে। ২০০৪ সালে ফিফার সর্বকালের সেরা ১০০ জীবিত ফুটবলারের তালিকায় রিভেলিনোকে রেখেছিলেন পেলে।

সে যাহোক, ১৯৭৮ বিশ্বকাপের পর রিভেলিনোর ফ্লুমিনেন্স ছেড়ে আল হিলালে যোগ দেওয়ার পেছনে কলকাঠি নেড়েছিলেন ব্রাজিলিয়ান ফুটবলের 'বুড়ো নেকড়ে'খ্যাত মারিও জাগালো। ১৯৭৯ সালের ৫ জানুয়ারি জাগালো আল হিলালের কোচের দায়িত্ব নেওয়ার আগেই রিভেলিনোকে সৌদি আরবে নিয়ে আসার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করেছিলেন। তার মাত্র কয়েক বছর আগে (১৯৭৬) পেশাদার লিগ শুরু করেছিল সৌদি আরব। দেশটিতে ফুটবলের জনপ্রিয়তা বাড়াতে রিভেলিনোকে চেয়েছিলেন প্রিন্স খালেদ বিন আল সৌদ। ফ্লুমিনেন্সে রিভেলিনো যে বেতন পেতেন, তার সাত গুণ বেশি বেতনের সঙ্গে তখনকার সুপারসনিক কনকর্ড বিমানে চড়িয়ে সৌদি আরবে নিয়ে আসার প্রস্তাব দিয়েছিলেন তাঁকে। রিভেলিনো সুযোগ বুঝে এসবের সঙ্গে আরও একটি 'আবদার' করেছিলেন, 'একট মার্সিডিজের স্বপ্ন ছিল। সই করার আগে কথাটা বলতেই...তারা হেসে ফেলে। কারণ, তাদের কাছে বিষয়টি এমন ছিল যে আমি 'ফুসকা' (ব্রাজিলে ভক্সওয়াগনের সস্তা বিটল গাড়ির ডাকনাম) চাচ্ছি।'

বলা বাহুল্য, রিভেলিনোকে শুধু মার্সিডিজের মডেল ও রং পছন্দ করা ছাড়া আর কিছুই করতে হয়নি। ৩২ বছর বয়সী রিভেলিনো সৌদি আরবে পা রাখার পর তাঁকে অনেকটাই রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদায় বরণ করে নেওয়া হয়েছিল। রোলস রয়েসে চড়িয়ে মোটর শোভাযাত্রা হয়েছিল। রাস্তার দুই পাশে লোকজন দাঁড়িয়ে নিজের চোখে রিভেলিনোকে দেখে বিশ্বাস করেছিলেন, হ্যাঁ, বিশ্বের অন্যতম সেরা এক খেলোয়াড় সৌদি আরবে খেলতে এসেছেন! আর রিভেলিনোর থাকার জায়গা ছিল সৌদি বাদশাহ খালেদের ভাতিজা প্রিন্স খালেদ আল সৌদের বাসভবন। ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যমে শিরোনাম হয়েছিল, 'রিভেলিনোর এক হাজার এক আরব্য রজনী।'

ওয়াশিংটন পোস্ট জানিয়েছে, ১৯৭৮ সালে সেই দলবদলে আল হিলালে মাসে ১০ হাজার ডলার পেতেন রিভেলিনো। আর দলবদল ফি হিসেবে ফ্লুমিনেন্সে পেয়েছিল ৭ লাখ ডলার, রিভেলিনোও পেয়েছিলেন ৭ লাখ ডলার। শুধু কি তাই, রিভেলিনো প্রিন্স খালেদের যে বাসভবনে থাকতেন, তার সব খরচ প্রিন্স নিজেই দিতেন এবং ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তির বাচ্চাদের স্কুলের খরচও দিয়েছেন। আর ম্যাচে ভালো খেললে তো উপহার ছিলই। জোড়া গোল কিংবা ফ্রি কিক থেকে গোল করলে অথবা আল হিলালের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে গোল করলে অনুশীলনের পর রিভেলিনো আবিষ্কার করতেন, তাঁকে স্বর্ণ ও হীরকখচিত ঘড়ি পাঠানো হয়েছে!

বিনিময়ে সৌদি আরবের ফুটবলে চার বছর থেকে আল হিলালকে দুই হাত ভরে দিয়েছিলেন রিভেলিনো। আল হিলাল তাঁর হাত ধরে প্রথমবারের মতো টানা দুবার লিগ জিতেছিল। ১৯৮০ সালে জিতেছিল কিংস কাপও। আল হিলালের হয়ে ৫৭ ম্যাচে ২৩ গোল করা রিভেলিনো আল নাসরের বিপক্ষে শিরোপা নিষ্পত্তির ম্যাচে বাঁ পায়ে হাফ ভলিতে দূরপাল্লার দুর্দান্ত একটি গোল করেছিলেন। সৌদির ক্লাব ফুটবলে তা আজও স্মরণীয় স্মৃতিগুলোর একটি। সৌদি আরবের ফুটবলপ্রেমীদের সেই স্মৃতি মনে আছে বলেই কি ৭৭ বছর বয়সী রিভেলিনোর জন্য এখনো তাদের মন পোড়ে?

সৌদিরা আদর করে তাঁকে দুটি নামে ডাকতেন 'রিভা' ও 'রিভো'। তাঁদের প্রিয় 'রিভো' সে সময় জানতেন না, সৌদি আরবে যে 'দরজা' তিনি খুলে দিলেন, সেই দরজা দিয়ে পরবর্তী সময়ে একে একে আরও ৩০ জন ব্রাজিলিয়ান খেলোয়াড় নাম লেখাবেন আল হিলালে।

ট্রান্সফারমার্কেট জানাচ্ছে, আল হিলালে মোট ৩১ জন ব্রাজিলিয়ান খেলেছেন। কিছু সংবাদমাধ্যমের দাবি ৩০ জন। সংখ্যাটা যাই হোক, প্রথম তো রিভেলিনোই, সেখান থেকে তাঁকে কেউ কখনো নড়াতে পারবে না। শুধু আল হিলালে প্রথম কেন, পেশাদার ফুটবল খেলতে মধ্যপ্রাচ্যে যাওয়া প্রথম ব্রাজিলিয়ানও রিভেলিনো, যা পরে দক্ষিণ আমেরিকান অনেক খেলোয়াড় ও কোচদের দ্বার খুলে দিয়েছিল।

নেইমার সে 'দ্বার' দিয়েই আল হিলালে যোগ দিয়ে বলেছেন, ক্রীড়াঙ্গনে নতুন ইতিহাস গড়তেই সৌদি আরবে গিয়েছেন। আল হিলালে রিভেলিনো ব্রাজিলিয়ানদের যে 'আরব্য রজনীর গল্প' শুরু করেছিলেন, নেইমার তাতে আরও কত গল্প যোগ করতে পারবেন, সময়ই বলে দেবে। আপাতত রিভেলিনোর শুভেচ্ছা বার্তাই সত্যি হোক 'আশা করি সুখেই থাকবে।'

চিৎঘুম না কাতঘুম, শরীরের জন্য কোনটা বেশি ভাল?

নিউ ইয়র্ক (ওয়েবডেস্ক)ঃ কেউ কেউ রাতে পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমাতে বেশি পছন্দ করেন, আবার কেউ কেউ চিৎ হয়ে ঘুমিয়ে থাকেন। কিন্তু রাতের পরিপূর্ণ বিশ্রামের জন্য কোন অবস্থায় ঘুমালে তা স্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে ভালো?

সাম্প্রতিক তাপপ্রবাহে জর্জরিত কোনও জায়গায় যদি আপনার বাস হয় তাহলে সম্ভবত আপনারও অনেক নির্ঘুম রাত কেটেছে, এবং আপনি বিছানায় শুয়ে শুধু এপাশ ওপাশ করেছেন।

কিন্তু বিছানায় কোন ভঙ্গিতে ঘুমালে আপনার দেহের জন্য সবচেয়ে আরামদায়ক এবং স্বাস্থ্যকর হবে এ নিয়ে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ কী বলছে?

নাইজেরিয়ার কন্টেইনারবাহী জাহাজের নাবিক থেকে শুরু করে কারখানার ওয়েল্ডার পর্যন্ত সবাই রাতে কোন ভঙ্গিতে ঘুমায় তার ওপর কোন গবেষণা থাকলে তা হয়তো আমাদের কাজে আসতো। ঘুম আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও খুবই অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার হলো যে এনিয়ে এখন পর্যন্ত বড় মাপের কোন গবেষণাই হয়নি।

প্রথমে জানা প্রয়োজন মানুষ ঘুমের মধ্যে কোন ভঙ্গিতে শুয়ে থাকে। এর সহজ উপায় হলো তাদের সেটা জিজ্ঞাসা করা।

কিন্তু সমস্যা হলো, আমরা শুধুমাত্র মনে করতে পারি ঘুম আসার আগে কোন ভঙ্গিতে শুয়েছিলাম, আর ঘুম থেকে জেগে ওঠার সময়টিতে আমাদের দেহের ভঙ্গি কেমন ছিল।

এই বিষয়টি সম্পর্কে আরও জানতে গবেষকরা নানা ধরনের কৌশল ব্যবহার করছেন, যার মধ্যে রয়েছে ঘুমন্ত মানুষের ভিডিও রেকর্ড করা কিংবা তাদের শরীরে নানা ধরনের ডিভাইস লাগিয়ে ঘুমের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা।

হংকংয়ের গবেষকরা, তাদের ভাষায়, ব্ল্যাঙ্কেট অ্যাকমোডেটিভ স্লিপ পশ্চার ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম নামে একটি পদ্ধতি তৈরি করছেন, যার মাধ্যমে ইনফ্রারেড ক্যামেরা ব্যবহার করে মোটা কম্বলের নীচে শুয়ে থাকা মানুষের দেহের ভঙ্গি সম্পর্কে জানা যায়।

ডেনমার্কের গবেষকরা পরীক্ষার ভলান্টিয়ারদের ঘুমাতে যাওয়ার আগে তাদের উরু, পিঠের ওপরের দিক এবং বাহুর ওপরের দিকে ছোট ছোট মোশন সেন্সর ডিটেক্টর ব্যবহার করে তাদের পছন্দের ঘুমের ভঙ্গি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছেন।

তারা দেখতে পেয়েছেন যে বিছানায় ঘুমিয়ে থাকার সময় মানুষ অর্ধেকেরও বেশি সময় পাশ ফিরে ঘুমায়, প্রায় ৩৮ ঘুমায় চিৎ হয়ে আর ৭ ঘুমায় উপুড় হয়ে।

যাদের বয়স যত বেশি হয়, তারা তত বেশি সময় ধরে কাত হয়ে ঘুমায়। পাশ ফিরে ঘুমানোর প্রতি আমাদের এই পক্ষপাতিত্ব এমন এক ব্যাপার যা বয়স বাড়ার সাথে সাথে বিকশিত হয়।

কারণ, তিন বছরের বেশি বয়সী শিশুরা পাশ ফিরে, চিৎ হয়ে এবং উপুড় হয়ে ঘুমানোর জন্য গড়পড়তা সমান পরিমাণ সময় ব্যয় করে। অন্যদিকে, তিন বছরের নীচে শিশুরা প্রধানত চিৎ হয়েই ঘুমায়, কারণ নিরাপত্তার কারণে এভাবেই তাদের বিছানার ওপর শুইয়ে রাখা হয়।

সুতরাং, বেশিরভাগ লোক পাশ ফিরে ঘুমায় এবং কোন মানুষ কোন ভঙ্গিতে ঘুমায় এনিয়ে সাধারণ যেসব মতামত রয়েছে তার ওপর আমরা মোটামুটি ভরসা রাখতে পারি।

কিন্তু এনিয়ে যেসব তথ্য রয়েছে সেগুলো কী বলছে?

খুব ছোট একটি পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা থেকে জানা যাচ্ছে, যারা ডান দিকে পাশ ফিরে ঘুমায় তাদের ঘুমের মান যারা বাম পাশ ফিরে ঘুমায় তাদের চেয়ে কিছুটা ভাল। এরপর রয়েছে যারা চিৎ হয়ে ঘুমায় তারা। পাশ ফিরে ঘুমানো যদি আপনার জন্য সহজ হয় তাহলে আশপাশে অন্য যে মানুষ ঘুমানোর চেষ্টা করছেন, সেটা সম্ভবত তাদের জন্যও ভাল।

একবার বিবিসির জন্য একটি রেডিও রিপোর্ট তৈরি করতে গিয়ে আমি সাবমেরিনের ভেতরে ঢুকেছিলাম।

সাবমেরিনাররা আমাকে তাদের ঘুমের জায়গাটি দেখিয়েছিলেন, যেখানে শুয়ে থাকার বাঙ্কগুলি একটার ওপর একটা এত কাছাকাছি বসানো ছিল যে সেখানে পাশ ফিরে ঘুমানো ছিল খুবই কঠিন।

এর মানে হলো, এদের সবসময় চিৎ হয়ে শুয়ে ঘুমাতে হতো।

তখন তারা আমাকে জানিয়েছিলেন, তারা চেষ্টা করতেন পুরো কেবিনটি নাকডাকা লোকে ভর্তি হওয়ার আগেই কেবিনে ঢুকে একটু শান্তিতে ঘুমিয়ে নিতে।

কন্টেইনারবাহী জাহাজের নাবিকদের ওপর আরেকটি ছোট গবেষণায় দেখা গেছে, নাক ডাকার মতো শ্বাসকষ্টের সমস্যা বেশি দেখা যায় যখন নাবিকরা তাদের পিঠের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে থাকেন। নাক ডাকার কিছু গুরুতর সমস্যা তৈরি হয় 'অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া'র কারণে, যেখানে ঘুমের মধ্যে শ্বাসপ্রশ্বাস একবার বন্ধ, একবার চালু হয়। যারা নিয়মিত চিৎ হয়ে ঘুমান তাদের মধ্যেই এটি বেশি দেখা যায়। অন্যদিকে, পাশ ফিরে ঘুমালে আপনার শ্বাসনালীর ওপরের দিকটায় কোন বাধা থাকে না।

উভুলা (আপনার মুখগহ্বরের ভেতরে তালুর পেছন দিকে থাকা মাংসের স্তর) ও জিহ্বা আপনার শ্বাসনালীতে কোন বাধা তৈরি করতে পারে না, ফলে নাক ডাকাও কম হয়।

আসলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে চিৎ হয়ে ঘুমানোর পরিবর্তে পাশ ফিরে ঘুমালে স্লিপ অ্যাপনিয়া সমস্যা পুরোপুরি দূর হয়ে যায় বলে দেখা গেছে। কাত হয়ে ঘুমানোর অন্যান্য সুবিধাও রয়েছে।

যেমন, নাইজেরিয়ার কন্টেইনার জাহাজের ওয়েল্ডারদের ঘুমের ধরণ নিয়ে এক গবেষণায় দেখা গেছে, যারা চিৎ হয়ে ঘুমায় তাদের পিঠে ব্যথা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশি, কাত হয়ে যারা ঘুমায় তাদের তুলনায়।

তবে এর অর্থ এই নয় যে পাশ ফিরে ঘুমানোর ব্যাপারটি সবার জন্য সমানভাবে কাজ করবে কিংবা শরীরের সব ব্যথাযন্ত্রণা দূর হয়ে যাবে। এটা নির্ভর করবে আপনার অসুস্থতা কতখানি গুরুতর এবং আপনি কোন ভঙ্গিতে ঘুমাতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন তার ওপর।

ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার গবেষকরা ভলান্টিয়ারদের বেডরুমে রাতে ১২ ঘণ্টা ধরে স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা ব্যবহার করে দেখেছেন, যারা ঘুম থেকে উঠে জানিয়েছেন যে তাদের ঘাড়ে ব্যথা হচ্ছে, তারা সবাই বেশিরভাগ সময় কাত হয়ে ঘুমিয়েছেন।

গবেষকরা এর নাম দিয়েছেন 'প্রভোকেটিভ সাইড স্লিপিং পজিশনস।'

নামটি গুরুগম্ভীর শোনালেও এর সহজ মানে হলো, এক্ষেত্রে আপনি পাশ ফিরে বাঁকানো অবস্থায় বেশি সময় ঘুমিয়েছেন।

যেমন, আপনার এক উরু অন্য উরুর ওপর দিয়ে ওপাশে চলে গেয়েছিল, যার ফলে দীর্ঘ সময় আপনার মেরুদণ্ডটি মোচড় খেয়ে বাঁকা অবস্থায় ছিল।

এর বিপরীতে, যারা কাত কিন্তু সমানভাবে ঘুমান তাদের ঘাড়ে ব্যথা কম হয় বলে জানা যাচ্ছে।

তবে এই গবেষণা থেকে এটা অবশ্য নিশ্চিত হওয়া যায়নি যে পাশ ফিরে 'প্রভোকেটিভ' অবস্থানে ঘুমানোর জন্যই তাদের ঘাড়ে ব্যথা হয়েছিল, না কি ঘাড়ে ব্যথা ছিল বলেই লোকে ঐ ভঙ্গীতে ঘুমাতো, কারণ তাতে তারা আরাম বেশি পেত।

তাহলে, কেমন হতো যদি আপনি লোকদের নতুন একটি ভঙ্গিতে ঘুমাতে দিতেন এবং তারপর পরীক্ষা করে দেখতেন যে নতুন ভঙ্গিতে ঘুমানোর জন্য তাদের ঘাড়ের ব্যথা কমেছে কি না?

পর্তুগালে ফিটনেস প্রোগ্রামে অংশ নেয়া বয়স্ক ব্যক্তিদের ওপর এক গবেষণায় পিঠের ব্যথায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের পাশ ফিরে আর যাদের ঘাড়ে ব্যথা রয়েছে তাদের চিৎ হয়ে ঘুমানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। চার সপ্তাহ পর ৯০ অংশগ্রহণকারী জানিয়েছিলেন যে তাদের ব্যথা কমে গেছে।

এই ফলাফলকে বেশ আকর্ষণীয় বলে মনে হলেও এর একটি সমস্যা রয়েছে।

মাত্র ২০ জন লোক ঐ গবেষণায় অংশ নিয়েছিলেন। গবেষণার নমুনা হিসেবে এটি খুবই ছোট, তাই এর ওপর ভিত্তি করে এই উপসংহার টানা সম্ভব নয় যে ঘুমের অবস্থানে সামান্য পরিবর্তনের মাধ্যমে পিঠ কিংবা ঘাড়ের ব্যথা দূর করা সম্ভব।

এনিয়ে আরও বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রযোজন রয়েছে।

তবে দেহের একটি সমস্যার বেলায় চিৎ হয়ে কিংবা কাত হয়ে শুয়ে থাকার চেয়েও বড় কথা হলো আপনি কোন পাশে শুয়ে ঘুমিয়েছেন। অ্যাসিড রিফ্লাক্সের সময় আপনার পাকস্থলীর গ্যাস্ট্রিক রস পেট থেকে ওপরের দিকে উঠে আসে, যার ফলে বুকে তীব্র জ্বালাপোড়া হয়। ডাক্তাররা কখনও কখনও এধরনের বুকজ্বালার উপশমের জন্য রোগীকে বালিশের সংখ্যা বাড়িয়ে মাথা কিছুটা খাড়া রেখে ঘুমানোর পরামর্শ দেন।

এধরনের জ্বালাপোড়া বারবার ঘটলে তাকে বলা হয় 'গ্যাস্ট্রোএসোফেগাল রিফ্লাক্স ডিজিজ' যার পরিণতি মারাত্মক হতে পারে। কেন এই রোগ হয় তা পুরোপুরি পরিষ্কার নয়। তবে এর একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হলো, বাম দিকে ফিরে ঘুমালে পাকস্থলী এবং খাদ্যনালীর মধ্যে সংযোগস্থলটি গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিডের স্তরের ওপরে থেকে যায়। আর ডানদিকে পাশ ফিরে ঘুমালে অন্ননালীর নীচের দিকের স্ফিঙ্কটারটি শিথিল হয়ে আসে, যার ফাঁক দিয়ে অ্যাসিড বেরিয়ে যায়। তবে উত্তর যাই হোক না কেন আপনি যদি বুকজ্বালায় ভোগেন, তাহলে বাম পাশে ফিরে ঘুমানোর চেষ্টা করতে পারেন।

এখন পর্যন্ত আমি পাশ ফিরে কিংবা চিৎ হয়ে ঘুমানোর দিকে মনোযোগ দিয়েছি, কারণ বেশিরভাগ লোকই এভাবে ঘুমায়। কিন্তু সেই সব লোকদের কী হবে, সংখ্যায় ছোট হলেও যারা উপুড় হয়ে ঘুমায়?

এক্ষেত্রে শুরুতেই একটি গবেষণার কথা বলা যেতে পারে যেখানে পরামর্শ দেয়া হয়েছে যে আপনি যদি চোয়ালের ব্যথায় ভোগেন তাহলে এভাবে না ঘুমানোই ভাল, যেটা সম্ভবত খুব অবাক হওয়ার মতো বিষয় না।

এবং মুখের বলিরেখার সম্পর্কে কী বলা হচ্ছে? বালিশের ওপর মুখ রেখে ঘুমালে নিশ্চয় বলিরেখা আরও খারাপ হয়?

'এসথেটিক সার্জারি জার্নালে' লেখা এক নিবন্ধে একদল প্লাস্টিক সার্জন পরামর্শ দিয়েছেন, বরং কিছুটা কাব্যিকভাবে বলেছেন, আপনার মুখের ত্বকের সবচেয়ে ভালো যত্ন হবে যদি এর সাথে সমুদ্রের শৈবালের মতো আচরণ করা হয়, যেখানে শৈবালটি একটি ডাঁটার সাথে সমুদ্রের ঢেউয়ের সাথে সাথে দুলতে থাকবে।

তাই, ঘুমানোর সময় আপনার মুখের ওপর চাপ একেবারে কম রাখবেন এবং উপুড় হয়ে ঘুমানোর চিন্তা বাদ দিতে হবে। এবং মুখের ত্বকের যত্নই যদি আপনার কাছে ভাল ঘুম কিংবা ব্যথা আর অ্যাসিড রিফ্লাক্সের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে পাশ ফিরে ঘুমানোর চিন্তাও আদর্শ সমাধান নয়।

তাহলে এসব গবেষণা থেকে আমরা কী উপসংহারে আসতে পারি? প্রথমত, অন্য সব কিছুর মধ্যে পাশ ফিরে ঘুমানোতে উপকার বেশি বলেই মনে হয়।

তবে সুনির্দিষ্ট যে ভঙ্গিতে আপনি ঘুমাবেন আপনার ঘাড় এবং পিঠের ব্যথার ওপর তার প্রভাব পড়তে পারে। এবং আপনি যে ভঙ্গিতে ঘুমাবেন তার ফলে আপনার অ্যাসিড রিফ্লাক্স বাড়তে বা কমতে পারে। আপনি যদি চিৎ হয়ে ঘুমান তাহলে নাক ডাকা বাড়তে পারে।

কিন্তু মানুষ হিসেবে আমরা সবাই আলাদা, তাই আপনার ঘুমের সবচাইতে আরামদায়ক ভঙ্গিটি খুঁজে পাওয়া সহজ নাও হতে পারে। নতুন ভঙ্গিতে ঘুমের চেষ্টা করে দেখতে পারেন এবং রাতে ঘুম ভাল না হলে সেকথা ডায়েরিতে লিখে রাখা দরকার।

সবশেষে মনে রাখবেন, ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গিতে ঘুমানো নিয়ে খুব বেশি দুঃশ্চিন্তা করবেন না। কারণ, এই দুশ্চিন্তার ফলেই হয়তো আপনাকে আরও বেশি নির্ঘুম রাত কাটাতে হতে পারে।

টুকরো খবর

বাংলাদেশের পটভূমিতে বঙ্গোপসাগরের সামরিক গুরুত্ব আসলে কতটা

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার এক বক্তৃতায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন, গণতন্ত্র ও নির্বাচনের নাম করে তারা চায় যাতে করে ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর ব্যবহার করে বিভিন্ন দেশে আক্রমণ চালানো যায় এবং, তার ভাষায়, এই অঞ্চলের দেশগুলোকে ধ্বংস করাই হচ্ছে তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু বঙ্গোপসাগর আসলেই সামরিক কৌশলগত দিক থেকে এতটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা কিনা তা নিয়েই রয়েছে বড় প্রশ্ন এবং বিতর্ক। তবে প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্যের পর বঙ্গোপসাগর ইস্যুটি আবারো নতুন করে আলোচনায় এসেছে। কিছুদিন আগে সেন্টমার্টিন দ্বীপ যুক্তরাষ্ট্র চায় ¯ এমন আলোচনায় সরগরম ছিলো বাংলাদেশের রাজনীতি। যদিও যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতর পরে বলেছে যে সেন্ট মার্টিন নিয়ে বাংলাদেশে যা বলা হয়েছে তা সঠিক নয় এবং এ দ্বীপটি নেয়ার বিষয়ে দেশটি কখনো কোনো আলোচনা করেনি। এখন আবার বঙ্গোপসাগর ইস্যুটি আলোচনায় এলেও যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে কখনো এমন কোনো পরিকল্পনা বা আগ্রহের কথা প্রকাশ্যে শোনা যায়নি। কোন কোন বিশ্লেষক বলছেন, এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ মালাক্কা প্রণালী পর্যন্ত, কারণ ওই প্রণালী দিয়েই চীনের ৯০ শতাংশ বাণিজ্য হয়ে থাকে। আবার কেউ বলছেন, এক সময় যুক্তরাষ্ট্রের মালাক্কা পর্যন্ত আগ্রহ থাকলেও এখন চীনের স্বার্থ ও আগ্রহের কারণে বঙ্গোপসাগরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে যুক্তরাষ্ট্রের

কাছে। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরেই এমন একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে যুক্তরাষ্ট্র সেন্টমার্টিন বা বঙ্গোপসাগরে একটি সামরিক ঘাঁটি করতে চায়। যদিও এর কোনো দৃশ্যমান তৎপরতা কখনোই দেখা যায়নি। এমনকি কূটনৈতিক পর্যায়েও এমন কোনো চেষ্টা দেখা যায়নি। এমনকি ১৯৯১ সালে উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ের পর বাংলাদেশের অনুরোধে উদ্ধার অভিযান ও মানবিক সহায়তার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী 'অপারেশন সি এঞ্জেল' পরিচালনা করতে এলে তখনও এ নিয়ে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক দেখা দিয়েছিলো। প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যের এক পর্যায়ে বলেন, ভৌগলিক দিক থেকে ভারত মহাসাগর আর অপরদিকে প্রশান্ত মহাসাগর। এই ভারত মহাসাগরই আমাদের বে অফ বেঙ্গল। এর গুরুত্ব অনেক বেশি। প্রাচীন যুগ থেকে এই জায়গা দিয়ে সব ব্যবসা বাণিজ্য চলে। আমাদের ভারত মহাসাগরে যত দেশ আছে কারও সাথে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক একটা যোগাযোগ পথ। এই জলপথে আন্তর্জাতিকভাবে সবচেয়ে নির্বিঘ্নে পণ্য পরিবহন হয়। তিনি বলেন, আজকে আমাদের গণতন্ত্রের নাম নিয়ে, নির্বাচনের নাম নিয়ে, নানা নাম নিয়ে এদেশে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করতে চায় ¯ যাতে করে ভারত মহাসাগর, বঙ্গোপসাগর এ জায়গাটা ব্যবহার করা। আর এটাকে ব্যবহার করে বিভিন্ন দেশে আক্রমণ করা ও এ দেশগুলোকে ধ্বংস করা এটাই হচ্ছে কারও কারও উদ্দেশ্য। তিনি আরও বলেন, সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এদের নানা ধরণের টালবাহানা। এটা দেশবাসীকে বুঝতে হবে। আমাদের কিছু আঁতেল আছে জানিনা কখনো তারা এগুলো চিন্তা করে কিনা। এগুলো কখনো উপলব্ধি করে কিনা। সেগুলো না করে তারা এদের সাথে সুর মেলায়। দুটো পয়সার লোভে তারা নানাভাবে এ কাজগুলো করে বেড়ায়। প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে সবাইকে সজাগ থাকার আহবান জানিয়ে বলেন, ভারত মহাসাগরের এ অঞ্চলের দেশগুলো এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন আছে। তার দাবি, পার্বত্য চট্টগ্রামেও আবার নানা রকমের অশান্তির চেষ্টা চলছে। যেহেতু আমি জানি, বুঝি। যে কারণে কিভাবে আমাকে ক্ষমতা থেকে সরাবে আর তাদের কিছু কেনা গোলাম আছে, পদলেহনকারী আছে, তাদের বসিয়ে এ জায়গাকে নিয়ে খেলবে এটাই হলো প্রচেষ্টা। সেটা আমি ভালো ভাবে বুঝতে পারি, বলছিলেন তিনি। কুয়ালালামপুরের মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অব চায়নার অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদ আলী বিবিসি বাংলাকে বলেন, চীনের ওপর নজরদারির জন্যই যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত মালাক্কা প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ রাখতে চায় এবং সেজন্যই তারা যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের মধ্যকার জোট কোয়াড গঠন করেছে। বঙ্গোপসাগরের গুরুত্ব যতখানি আছে সেজন্য। এই গুরুত্ব বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নয়। তার চীনকে নিয়ে উৎকণ্ঠিত। আর চীনের ৬০ ভাগ বাণিজ্য হয় মালাক্কা প্রণালী দিয়ে এবং এর মধ্যে ৯০ ভাগ পরিবহন জাহাজনির্ভর। সেই কারণে ওই এলাকায় সেখানে কড়া নজরদারি চায় যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত, বলছিলেন মি. আলী। তবে বাংলাদেশের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেন বলছেন, এটি ঠিক যে একসময় যুক্তরাষ্ট্রের চিন্তা ছিলো মালাক্কা প্রণালী পর্যন্ত। কিন্তু এখন তাদের কৌশল পাল্টেছে। ইন্দোপ্যাসিফিক স্ট্রাটেজি বিবেচনায় নিলে ভারত মহাসাগরের প্রেক্ষিতেই বঙ্গোপসাগরের গুরুত্ব বেড়েছে। বিশেষ করে চীনের স্বার্থ ও উপস্থিতি বেড়ে যাওয়ার কারণেই বঙ্গোপসাগরের কৌশলগত গুরুত্ব অন্যদের কাছে বেড়েছে, বলছিলেন তিনি। সমর কৌশল বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশ ও মিয়ানমার অংশে কোনো সামরিক ঘাঁটি নেই। তবে ভারতের আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে দেশটির বিমান ও নৌ বাহিনীর যৌথ ঘাঁটি আছে। অন্যদিকে, ২০০৮ সাল থেকে সিঙ্গাপুরে মার্কিন ঘাঁটি আছে কারণ এটা মালাক্কা প্রণালির দক্ষিণে। চীনকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ সামরিক সক্ষমতা সম্পন্ন এ ঘাঁটি তৈরি করেছে বলে বলছিলেন সৈয়দ মাহমুদ আলী। বিশ্লেষকদের মতে, বঙ্গোপসাগরের ভৌগলিক অবস্থান সামরিক কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্ব পাওয়ার মতো নয়। মূলত বাংলাদেশ, ভারত ও মিয়ানমার বঙ্গোপসাগরের উপকূল ঘেঁষে এর অবস্থান।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি শুক্রবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
18:08:2023
দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

সর্বজনীন পেনশন ঃ কত টাকা জমা দিলে কত টাকা পাবেন?

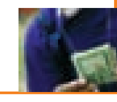

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো চালু হল সর্বজনীন পেনশন স্কিম। সে স্কিমের আওতায় সরকারি চাকুরীজীবী ব্যতীত দেশের সকল নাগরিক পেনশন সুবিধার অন্তর্ভুক্ত হল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্বোধনের পর এটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছে। অর্থাৎ কারো বয়স ১৮ বছরের বেশি হলেই এখন অনলাইনে এটিতে নিবন্ধন করতে পারবেন। উদ্বোধনের সময় শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের যারা সরকারি চাকুরিজীবী তারা তো পেনশন পান, কিন্তু যারা চাকরি করেন না তারা তো পান না, কাজেই এটা সরকারি চাকরিজীবিদের জন্য না। তার বাইরে যে জনগোষ্ঠী তাদের জন্য এই ব্যবস্থা। তবে সরকারের নতুন চালু করা এই সর্বজনীন পেনশন স্কিম নিয়ে আছে নানা প্রশ্ন, আলোচনা। কারা, কীভাবে এতে যুক্ত হতে পারবেন, সুবিধা কী, কত টাকা দিতে হবে ইত্যাদি। অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব গোলাম মোস্তফা বলেন, পেনশন স্কিম উদ্বোধনের পর থেকে অনেক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। প্রচুর লোক ওয়েবসাইটে ঢুকছে। উদ্বোধনের পরপরই একসাথে ১১০০'১২০০ লোক আমাদের প্ল্যাটফর্মে আসেন, বলেন মি. মোস্তফা।

চার বছর পর ব্রিটেন সফর যাচ্ছেন সৌদি যুবরাজ

লন্ডন ঃ সৌদি আরবের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানকে ব্রিটেন সফরের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলে একটি সরকারি সূত্র জানিয়েছে।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর দফতর ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটের কর্মকর্তারা বলেছেন, সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী তারা প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন, তবে এখন পর্যন্ত তার ডায়েরিতে কিছুই নেই। তবে আলাদা একটি সরকারি সূত্র জানিয়েছে, তাই বলে সফরটি হবে না এমন মনে করারও কোনো কারণ নেই।

দু'হাজার আঠারো সালে ইস্তাম্বুলের সৌদি কনস্যুলেটে সাংবাদিক জামাল খাশোগজিকে হত্যার পর এটিই হবে যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের প্রথম ব্রিটেন সফর।

এই আমন্ত্রণের খবরটি প্রথম প্রকাশ করেছিল লন্ডনের দ্যা টাইমস পত্রিকা।

সৌদি সরকারের একজন কঠোর সমালোচক মি. খাশোগজির হত্যাকাণ্ডের পর সেই সময়ে পশ্চিমা দেশগুলো সৌদি যুবরাজের নিন্দা করেছিল।

এই ঘটনা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থাগুলিও এই উপসংহারে পৌঁছেছিল যে যুবরাজ মোহাম্মদ অবশ্যই ঐ হত্যাকাণ্ডের অনুমোদন দিয়েছেন, যদিও তিনি নিজে এর সাথে জড়িত থাকার কথাটি অস্বীকার করে আসছেন।

বিবিসির নিরাপত্তা সংবাদদাতা ফ্র্যাঙ্ক গার্ডনার বলেন, সৌদি সরকার অন্তত এক মাস আগে থেকে এই সফরের পরিকল্পনা করছে।

তিনি জানান, এই সফরটি সম্ভবত অক্টোবর মাসে হতে যাচ্ছে, যদিও সরকারি ডায়েরিতে এখনো কোনো তারিখ নেই।

ব্রিটেনের মন্ত্রীরা সাম্প্রতিক মাসগুলিতে সৌদি আরবের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের আকাঙ্ক্ষার কথা ইঙ্গিত করেছেন।

জ্বালানি তেলভিত্তিক অর্থনীতি থেকে দূরে সরে আসতে সৌদি সরকার তার ট্রিলিয়ন পাউন্ডের বিনিযোগে তহবিলের জন্য লন্ডনে একটি অফিসও খুলেছে।

চলতি বছরের শুরুর দিকে ব্রিটেনের জ্বালানি নিরাপত্তা মন্ত্রী গ্র্যান্ট শ্যাপস মহাকাশ, প্রযুক্তি এবং জরুরি খনিজের মতো খাতে দু'দেশের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে সৌদি আরব সরকারের সাথে আলোচনা করেছেন।

ব্রিটেনের সরকার পারস্য উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ বা জিসিসি'র সাথে বাণিজ্য চুক্তির লক্ষ্যে উপসাগরীয় দেশগুলোর সমর্থন আদায়েরও চেষ্টা করছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস ক্লেভারলি সম্প্রতি কাতার, কুয়েত এবং জর্দান সফর করেছেন।

রাশিয়ার তেল ও গ্যাসের ওপর নির্ভরতার অবসান ঘটাতে উপসাগরীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনার অংশ হিসেবে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন গত বছর সৌদি রাজধানী রিয়াদে গিয়ে যুবরাজ মোহাম্মদের সাথে দেখা করেন।

ঐ বৈঠকে তিনি গত সেপ্টেম্বরে রানি এলিজাবেথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার একটি আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, এবং তার জায়গায় অন্য একজন সিনিয়র সৌদি কর্মকর্তাকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার হয়। যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান শেষবার ব্রিটেনে গিয়েছিলেন ২০১৮ সালের মার্চ মাসে, খাশোগজি হত্যা ছ'মাস আগে। তখন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন টেরিজা মে। সফরকালে সৌদি যুবরাজ রানির সাথে লাঞ্চ এবং তৎকালীন প্রিন্স অফ ওয়েলস ও ডিউক অফ কেমব্রিজের সাথে ডিনার করেন।

যুবরাজ মোহাম্মদ বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় তেল রপ্তানিকারক দেশের কার্যত শাসনকর্তা। রক্ষণশীল উপসাগরীয় ঐ রাজ্যে মহিলাদের গাড়ি চালানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়াসহ বেশ কিছু সংস্কার কাজের জন্য তিনি পশ্চিমা নেতাদের কাছ থেকে প্রশংসা কুড়িয়েছেন।

তবে জামাল খাশোগজি হত্যার কারণে তার আন্তর্জাতিক খ্যাতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

দু'হাজার আঠারো সালে ২রা অক্টোবর জামাল খাসোগজি নিখোঁজ হওয়ার পর থেকেই মোহাম্মদ বিন সালমানের ভূমিকা নিয়ে নানা সন্দেহ তৈরি হয়।

সে সময় সৌদি আরবের ঘনিষ্ঠ মিত্র মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও বলতে বাধ্য হন যে জামাল খাসোগজি নিখোঁজের সাথে সৌদি আরব সরকার জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলে তাদের 'কঠোর শাস্তি' পেতে হবে।

এর জবাবে সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বলেছিলেন, তারাও এর পাল্টা জবাব দিতে প্রস্তুত। বৈশ্বিক তেলের বাজারে সৌদি আরবের ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

সৌদি রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমের ক্রমাগত প্রচারণার কারণে সে দেশের অনেক মানুষ এখনও সরকারকে সমর্থন দিচ্ছেন। সে দেশে এমন গুঞ্জনও তৈরি করা হয়েছিল যে সৌদি আরবের নির্দোষ রাজতন্ত্রের বদনাম ঘটানোর লক্ষ্যেই ইস্তাম্বুলের সৌদি কনসুলেটে কাতার এবং তুরস্ক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ঐ ঘটনা ঘটিয়েছে।

কোরআন অবমাননার অভিযোগ তুলে পাকিস্তানে তুলকালাম, গির্জায় আগুন

ফয়সালাবাদ (এজেন্সী) ঃ পাকিস্তানের একটি শহরে দু'জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোরআন অবমাননার অভিযোগ তুলে কয়েক হাজার মুসলিম সংগঠিত হয়ে একটি চার্চে আগুন দিয়েছে এবং খ্রিস্টানদের বাড়িঘরে তাণ্ডব চালিয়েছে।

পাঞ্জাবের পূর্বাঞ্চলে জারনওয়ালা শহরে এ হামলার ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় পুলিশ বলছে, কমপক্ষে চারটি গির্জায় আগুন দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় অধিবাসীরা জানিয়েছেন গির্জা সংলগ্ন বাড়িঘররে হামলা চালিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে।

ব্লাসফেমি বা ইসলাম ধর্ম অবমাননা পাকিস্তানে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যদিও এ আইনে এখনো পর্যন্ত কারো মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়নি। তবে এ ধরণের অভিযোগ ওঠার পর উন্মত্ত জনতার হাতে অনেকেই খুন হবার নজির রয়েছে। পাকিস্তানের জনসংখ্যার ৯৬ শতাংশই মুসলিম। বার্তা সংস্থা রয়টার্স বলছে, পুলিশ খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের দু'ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করেছে। তাদের কাছে কোরআনের কয়েকটি পাতা পাওয়া গেছে যেখানে লাল কালিতে 'অবমাননাকর' মন্তব্য লেখা ছিল বলে পুলিশ দাবি করছে।

এ ঘটনার জের ধরে যারা বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়েছে তাদের মধ্যে একজন হলেন ৩১ বছর বয়সী ইয়াসির ভাট্টি।

তারা ঘরের দরজা জানালা ভেঙ্গে ফ্রিজ, সোফা, চেয়ারসহ ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্র বাইরে গির্জার সামনে নিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেন ইয়াসির ভাট্টি। তারা একই সঙ্গে বাইবেল তছনছ করে ও পুড়িয়ে দেয়, তারা ছিলো নিষ্ঠুর।

সামাজিক মাধ্যমে আসা ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, বিক্ষোভকারীরা খ্রিস্টানদের বাড়িঘর তছনছ করছে আর পুলিশ শুধু তাকিয়ে দেখছে।

পাঞ্জাব প্রদেশের তথ্যমন্ত্রী আমির মীর কথিত ব্লাসফেমি বা ধর্ম অবমাননার প্রতিবাদ করেছেন। এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, কয়েক হাজার পুলিশ ওই এলাকায় পাঠানো হয়েছে এবং বেশ কিছু ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে।

সরকারি সূত্রের কথা উল্লেখ করে রয়টার্স বলছে, হামলাকারী উন্মত্ত জনতার বেশিরভাগই মূলত ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল তেহরিক-ই-লাব্বাইক পাকিস্তান বা টিএলপির সঙ্গে জড়িত। যদিও টিএলপি এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে।

পাকিস্তানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার উল হক কাকার সহিংসতার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

লাহোরে পাকিস্তানি বিশপ আজাদ মার্শাল বলেছেন, খ্রিস্টান সম্প্রদায় এ ঘটনায় 'গভীরভাবে ব্যথিত ও মর্মাহত'।

আমরা ন্যায়বিচার চাই এবং যারা নাগরিকদের নিরাপত্তা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তাদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অ্যাকশন দেখতে চাই। আমাদের আশ্বস্ত করা হোক যে আমাদের মাতৃভূমিতে আমাদের জীবন মূল্যবান, তিনি সামাজিক মাধ্যম 'এক্স' (সাবেক টুইটার) এ পোস্ট করেছেন।

সিঙ্গাপুরে অর্থ পাচার করা বিদেশিদের বিরুদ্ধে অভিযান, বিলাসবহুল বাড়িগাড়ি জব্দ

সিঙ্গাপুর (এজেন্সী) ঃ সিঙ্গাপুরের সরকার দেশটির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় আকারের অভিযান চালিয়েছে অর্থ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অবৈধ উপায়ে অর্থ পাচার করে যারা সিঙ্গাপুরে এনেছে তাদের বিরুদ্ধে এই অভিযান চালানো হয়। ব্যাপক এই অভিযানে এক বিলিয়ন সিঙ্গাপুর ডলারের সমপরিমাণ সম্পদ ও নগদ মুদ্রা জব্দ করেছে।

বিভিন্ন বিলাসবহুল বাংলো এবং অ্যাপার্টমেন্টে অভিযান চালানো হয়েছে। অভিযানের সময় গ্রেফতার এড়াতে একটি বাংলোর দোতলা থেকে একজন লাফিয়ে পড়ে। পরে একটি ড্রেনে লুলিয়ে থাকা অবস্থায় তাকে পাওয়া যায়। এমন তথ্য দিয়েছে সিঙ্গাপুরভিত্তিক টিভি চ্যানেল নিউজ এশিয়া।

সিঙ্গাপুর পুলিশ ফোর্স -এর ওয়েবসাইটে জানানো হয়েছে, এই অভিযানে নারীসহ ১০ জন বিদেশী নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়েছে।এদের মধ্যে সাইপ্রাস, তুরস্ক, চীন, কম্বোডিয়া, ভানুয়াতুর নাগরিক রয়েছেন। তাদের সবার বয়স ৩১ থেকে ৪৪ বছরের এর মধ্যে। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের কেউ সিঙ্গাপুরের নাগরিক বা স্থায়ী বাসিন্দা নন। এছাড়াও আরও ১২ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং ৮ জন পলাতক রয়েছেন। এসব ব্যক্তি পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত বলে পুলিশ বলছে।

সিঙ্গাপুর হচ্ছে, বিশ্ব অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র। দেশটিতে অপরাধের হারও অনেক কম। তবে অবৈধ উপায়ে বিভিন্ন দেশ থেকে পাচার করে সিঙ্গাপুরে অর্থ আনার বিরুদ্ধে কঠোর আইন রয়েছে।

অভিযানের সময় ২৫০টির বেশি দামি ব্যাগ ও ঘড়ি জব্দ করা হয়।

জালিয়াতি, অর্থ পাচার, এবং বেআইনি কাজের সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে এসব ব্যক্তিদের গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির পুলিশ বিভাগ।

সিঙ্গাপুরের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাচার হয়ে আসা এসব অর্থের উৎস দেখানোর জন্য জাল কাগজপত্র ব্যবহার করা হয়েছে। এমন সন্দেহের পরিপ্রেক্ষিতে এই অভিযান চালানো হয় বলে পুলিশ ফোর্সএর বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।

প্রায় ৪০০ জনের বিশাল দল নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালানো হয়। এতে বাণিজ্য বিভাগ, অপরাধ তদন্ত বিভাগ, স্পেশাল অপারেশন্স কমান্ড এবং পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিল।

এ সময় ট্যাংলিন, বুকিত টিমাহ, অর্চার্ড রোড, সেন্টোসা এবং রিভার ভ্যালিসহ দেশটির অভিজাত পাড়ায় একযোগে অভিযান চালানো হয়।

এই অভিযানে এক বিলিয়ন সিঙ্গাপুর ডলারের সমপরিমাণ অর্থ ও সম্পদ জব্দ করা হয়েছে। এসবের মধ্যে রয়েছে - অভিজাত বাড়ি, বিলাসবহুল গাড়ি, দামি ঘড়ি, স্বর্ণের বার, দামি ব্যাগ ও মদ। জব্দের তালিকায় নগদ ২৩ মিলিয়ন সিঙ্গাপুর ডলারের সমপরিমাণ অর্থ রয়েছে।

এই অভিযানে ৯৪টি বিলাসবহুল বাড়ি জব্দ করা হয়েছে, যেগুলো দেমটির অভিজাত এলাকায় অবস্থিত। এছাড়া ৫০টি বিলাসবহুল গাড়ি জব্দ করা হয়েছে।

তদন্তের স্বার্থে এবং অপরাধে জড়িত সন্দেহে ১১০ মিলিয়ন ডলারের ওপরে জমা থাকা ৩৫টিরও বেশি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত করেছে।

পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, আরো সম্পদ এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ হতে পারে। অভিযুক্তরা অর্থ পাচারের দায়ে দোষী প্রমাণিত হলে সিঙ্গাপুরের আইনানুযায়ী তাদের সর্বোচ্চ ১০ বছরের সাজা এবং পাঁচ লাখ ডলার জরিমানা হতে পারে। এছাড়া তারা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন।

সিঙ্গাপুর পুলিশ ফোর্সএর ওয়েবসাইটে দেশটির কমার্শিয়াল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টের পরিচালক ডেভিড চিউএর একটি বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। যারা বিভিন্ন দেশ থেকে অবৈধ উপায়ে অর্থ পাচার করে সিঙ্গাপুরে এনেছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর বার্তা দিয়েছেন মি. চিউ।

মি. চিউ বলেন, সিঙ্গাপুরের আর্থিক সিস্টেম ব্যবহার করে যারা অর্থ পাচারের মাধ্যমে অপরাধমূলক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেয়া হয়েছে। এসব অপরাধীরা যাতে সিঙ্গাপুরে আস্তানা গাঁড়তে না পারে সেজন্য তাদের চিহ্নিত এবং প্রতিহত করার জন্য দেশটির আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট এবং কমার্শিয়াল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট একযোগে কাজ করছে বলে জানান মি. চিউ।

আমাদের ব্যাংকিং ব্যবস্থা ব্যবহার করে এসব অপরাধী এবং তাদের পরিবারের সদস্যারা যাতে সিঙ্গাপুরকে নিরাপদ স্বর্গ বানাতে না পারে সেজন্য আমরা জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছি।

আমাদের বার্তা পরিষ্কার আমরা যদি তোমাদের ধরতে পারি, তাহলে গ্রেফতার করা হবে। যদি তোমার কাছে অবৈধ সম্পদ পাওয়া যায়, আমরা সেগুলো বাজেয়াপ্ত করবো। আইনের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে তোমাদের মোকাবেলা করা হবে।

সিঙ্গাপুরে যেভাবে অর্থ পাচার হয়

বিভিন্ন দেশ থেকে অবৈধ উপারে অর্থ পাচার করে যারা সিঙ্গাপুরে এনেছেন তাদের বিরুদ্ধে সম্প্রতি দেশটির সরকার কঠোর অবস্থান নিয়েছে।

সিঙ্গাপুরের কর্মাশিয়াল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টের আওতাধীন সম্পদ জব্দকারী শাখার সিনিয়র তদন্ত কর্মকর্তা আরশাথ আরিফের একটি বক্তব্য দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেয়া আছে।

মি. আরিফ সেখানে বলেন, নানা উপায়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে অর্থ পাচার করে সিঙ্গাপুরে আনা হয়। বিভিন্ন দামী জিনিসপত্রের আদানপ্রদানের মাধ্যমেও অর্থ পাচার করে সিঙ্গাপুরে আনা হয় বলে তিন উল্লেখ করেন। এর মধ্যে রয়েছে দামী চিত্রকর্ম ও নানা ধরণের প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিসপত্র।

অনেক সময় অপরাধীরা বিভিন্ন শেল কোম্পানির মাধ্যমে অর্থ পাচার করে সিঙ্গাপুরে নিয়ে আসে এবং আসল পরিচয় গোপন করে লেনদেন করে। সেক্ষেত্রে যথাযথ নিরীক্ষা অপরাধীদের চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে যায় বলে উল্লেখ করেন সিনিয়র তদন্ত কর্মকর্তা মি. আরিফ।

মুসলিম মিল্লাত বাহিনী থেকে জেএমবি বাংলাদেশ জঙ্গি কার্যক্রম শুরু যেভাবে

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ অন্যসব দিনের মতোই ঢাকার একটি দৈনিকে কর্মরত অপরাধ বিষয়ক প্রতিবেদক লিটন হায়দার সংবাদ খুঁজতে সরকারি একটি দপ্তরে বসে কথা বলছিলেন। কিন্তু তার ধারণাতেও ছিল না, একটু পরেই কত বড় একটি সংবাদ তাকে লিখতে হবে। 'প্রথমে খবর পেলাম, ঢাকার কোর্ট এলাকায় না কি বোমা হামলা হয়েছে। সেই খবর পেয়ে ঢাকার কোর্ট এলাকায় গেলাম। সেই বিষয়ে যখন খোঁজখবর নিতে শুরু করেছি, একটু পরেই সারা দেশ থেকে একই রকম বোমা হামলার খবর আসতে শুরু করলো। দুপুর গড়াতেই বোঝা গেল, কী ভয়াবহ একটি ঘটনা ঘটে গেছে! এর আগে দেশজুড়ে এরকম একযোগে বোমা হামলার কথা আর শোনা যায়নি,''বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন লিটন হায়দার। দু'হাজার পাঁচ সালের ১৭ই অগাস্ট বাংলাদেশের ৬৩টি জেলায় একযোগে চালানো ওই বোমা হামলায় দু'জন নিহত আর বহু মানুষ আহত হন। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে নিজেদের সংঘবদ্ধ উপস্থিতির ঘোষণা করেছিল জঙ্গিরা। সেদিন তারা নিজেদের একটি প্রচারপত্র বা লিফলেটও ছড়িয়ে দিয়েছিল। এর আগে যদিও জঙ্গি তৎপরতার বিষয়ে বিচ্ছিন্নভাবে তথ্য পাচ্ছিলো আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, কিন্তু এতো বড় হামলা চালানোর মতো সক্ষমতা যে তারা অর্জন করেছে, তা তারা ধারণা করেনি। তিন বছর আগে বিবিসি বাংলাকে দেয়া একটি সাক্ষাৎকারে কাউন্টার টেরোরিজম এন্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইমের তখনকার প্রধান ঢাকার অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (বর্তমানে পুলিশের অতিরিক্ত আইজিপি) মনিরুল ইসলাম বিবিসি বাংলাকে বলেছিলেন, ''২০০৫ সালের ১৭ই অগাস্ট যখন ৬৩ জেলায় বম্বব্লাস্ট হলো, তখন জঙ্গিরা ছিল খুবই সুসংগঠিত। কারণ এই ধরনের হামলার ইতিহাস পৃথিবীতে নাই। তারা চেয়েছিল, নো ক্যাজুয়ালটির মাধ্যমে নিজেদের জানান দেবে। এতো পরিকল্পিত ও সমন্বিত হামলার ইতিহাস পৃথিবীতে নাই।'' ''আমরা দেখেছি, একটা দেশের অধিকাংশ জায়গায়, ৬৪টি জেলার মধ্যে ৬৩টি জেলায় হামলা করার মতো তাদের সাংগঠনিক কাঠামো, সক্ষমতা, গোপন রাখার প্রক্রিয়া - সেগুলো তাদের ছিল,'' বলেন তিনি। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং জঙ্গি কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করেন, এমন বিশ্লেষকরা বলছেন, আশির দশক থেকেই বাংলাদেশে জঙ্গিরা সংগঠিত হতে শুরু করে। বিশেষ করে আফগান ফেরত মুজাহিদিন বাংলাদেশিরা এখানে এসে ইসলামী আদলে রাষ্ট্রক্ষমতা নেয়ার জন্য জঙ্গি দল বানাতে শুরু করে। তবে ১৯৮৬ সালের দিকে 'মুসলিম মিল্লাত বাহিনী' নামের একটি জঙ্গি সংগঠনের নাম শোনা যায়, যাদের বেশ কিছু সদস্য ফিলিস্তিনের সদস্য মতিউর রহমানের আস্তানায় পুলিশ অভিযান চালালে বেশ কয়েকজন হতাহত হন এবং মতিউরসহ অনেকেই গ্রেপ্তার হন। গ্রেপ্তারের পর থেকে এই বাহিনী সম্পর্কে আর কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।